শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ছালাত বা দো‘আ

রফীক আহমাদ

প্রকাশকঃ
আল-আমিন
৪০/৪১-সি, জিন্দাবাজার ১ম লেন (২য় তলা) ঢাকা-১১০০
৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৭১১-২২৭২১৫, ০১৯৭১-২২৭২১৫, ০১৭২৪-২৮৯০৩০
Web : www. al-aminprokashon.com
E-mail : alaminprokashon@gmail.com

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশঃ ২১শে বইমেলা ২০১০

প্রচ্ছদ ডিজাইনঃ
এম.জি.হাফিজ
মোবাইলঃ ০১৭৪৫-৩০৪৮২৭
E-mail : hafiz 827@yahoo,com

কম্পিউটার কম্পোজঃ

পরিবেশনায়ঃ
আল-আমিন প্রকাশন
৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০
৪০/৪১-সি, জিন্দাবাজার ১ম লেন (২য় তলা) ঢাকা-১১০০

মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, জেলাঃ রাজশাহী।

মূল্যঃ ৪০.০০ (চল্লিশ টাকা) মাত্র।

সূচীপত্র

ভূমিকা

ছালাত বা দো'আ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। এজন্যে ইহার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সময়টুকুর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সময় মধ্যের যাবতীয় দো'আ-দরূদ নিয়ম-কানুন সঠিক ও শুদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। কারণ এর মাধ্যমে মানব জীবনের সমস্ত আমল সুন্দর ও সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে ছালাত অসুন্দর ও অশুদ্ধ হলে জীবনের ভবিষ্যৎ সব ভাল কাজই হয়ে যায় বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার ১ম হিসাব হবে ছালাতের। সুতরাং ছালাত যদি সঠিক ও সিদ্ধ হয়, তাহলে সমস্ত আমলই সঠিক হবে। আর ছালাত যদি বাতিল হয়, তাহলে সকল আমলই বাতিল হবে *(হায়ছামী, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১/২৯২; তাবারানী, আত-তারগীব ৫৩৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর অন্তিম শয়নেও উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, ছালাত, ছালাত এবং তোমাদের অধীনে যারা আছে, তাদের ব্যাপারে সাবধান হও *(আবুদাউদ হা/৫১৫৬; ইবনে মাজাহ হা/২৬৯৮; আহমদ ৬/২৯০)*। এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ছালাতের ব্যাপারে মানুষের অমনোযোগীতা ও উদাসীনতার অভাব নেই। অনেক মাদ্রাসা শিক্ষক, আলেম ও ইমাম সম্পর্কেও আমি জানি তাঁরা ছালাত শব্দের অর্থ বলতেও কার্পণ্য করেন, বা বলার প্রয়োজন মনে করেন না, মনে হয় জানেনও না।

ছালাত শেখার অনুকূলে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত বহু বই পুস্তক আছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মতভিন্নতার কারণে বা বিষয়বস্তুর জটিলতার কারণে বা মাজহাব জনিত মতপার্থক্যে বা অধিক মূল্যের কারণে অনেকে সংক্ষিপ্ত সহজ ও সঠিক পদ্ধতির ও সুলভ মূল্যের চিন্তা-ভাবনা করেন। এমতাবস্থায় ছালাতের গুরুত্ব বিচারে ও আমার কতিপয় বন্ধুর বার বার অনুরোধের কারণে ছালাত শিক্ষার সঠিক ও বিশুদ্ধ নিয়মাবলী সম্বলিত ছোট্ট একটি পুস্তিকা লিখতে মনস্থ করি- যা সর্বসাধারণের বোধগম্য হবে বলে আশা করি।

বইটি পাঠ করে পাঠক বিশুদ্ধভাবে ছালাত সম্পাদনের পদ্ধতি অবগত হয়ে তদনুযায়ী আমল করলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। যারা বইটি প্রকাশে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমার এই প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ। তাই সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন এটাকে আমার জন্যে ছাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন। এই পুস্তিকাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বিজ্ঞ পাঠকমহলে গোচরীভূত হলে এবং তা জানালে সাদরে গৃহীত হবে ও পরবর্তী সংস্করণে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

রফীক আহমাদ।

ইবাদত ও ছালাত

'ইবাদাত' হলো সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানবান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার একক সত্ত্বাধিকারী একটা মহাব্যাপক ও মহা পবিত্র শব্দ। ইবাদাতের অর্থ ও সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। এর মূল অর্থ উপাসনা, প্রার্থনা, আরাধনা, গবেষণা, অধ্যাবসায়, একাগ্রতা, আনুগত্য, সৎ চিন্তা, স্বচ্ছতা, পরপোকার, দয়াশীল, দানশীল, ধৈর্যশীল ইত্যাদি কল্যাণমুখী অসংখ্য শব্দ ভান্ডার ইবাদাতের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আত্মসমর্পণ ও তাঁর উপর পরিপূর্ণ আনুগত্য স্থাপন।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী যাবতীয় সৃষ্ট জীব ও জড়বস্তু সমূহ অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে ও তাঁর ভয়ে ভীত থাকে। মানুষও আল্লাহ্‌র ইবাদাতে নির্ভরশীল হয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানুষের চির শত্রু শয়তান ইবাদতের পবিত্রতায় ও স্বচ্ছতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এক অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত পরিবেশের সূচনা করে। ফলে বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে বহু কৃত্রিম উপায় ও উপাসক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলো দ্বীন ইসলামের মেরদণ্ড ইবাদাতের ঘোর শত্রু। এমতাবস্থায় ইবাদাতের তথা ইবাদাতের পরিসরে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ পরিপূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেই ইসলামের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বস্তুতঃপক্ষে ইবাদাতের মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্যে মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক ও সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করে জগতের বুকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমার ইবাদত করার জন্যেই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি' *(আয-যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব সম্প্রদায়কে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা জগতের বুকে প্রেরণ করেছেন। এই জ্ঞানভাণ্ডারকে তাঁর অনুসরণের ও অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন দৃঢ়ভাবে। অতঃপর তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ সমূহের সমষ্টি ইবাদাতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হচ্ছে- (১) কালেমা (২) ছালাত (৩) ছিয়াম (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ। এই পাঁচটি ইসলামের রুকন। এসব ইবাদাতের প্রকার নয়।

আমাদের আলোচ্য ছালাত তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় ইবাদত হিসাবে পরিচিত। বাস্তব জগতে আমরা কিছু শক্তির পরিচয় জানি। যেমন আলো এক প্রকার শক্তি, তাপ এক প্রকার শক্তি, শব্দ এক প্রকার শক্তি, বায়ু এক প্রকার শক্তি, বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি ইত্যাদি। আর ছালাত, মহান আল্লাহপাকের পবিত্র অন্তর আত্মার সঙ্গে বান্দার পবিত্র অন্তর আত্মার মিলন বা যোগসূত্র স্থাপনের একটি উচ্চতর অদৃশ্যশক্তি, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ শক্তির বাস্তব রূপ একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকই ভাল জানেন। এর কিয়দাংশ,বৃহদাংশ ও শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) অবশ্যই মানবকূলের মধ্যে ভাল জানেন। আর যাঁরা এ শক্তির অন্বেষণে জ্ঞান অর্জন করেন তাঁরাও এর রহস্য বা মাহাত্ম্য কিছু বুঝতে পারেন বা বোঝার চেষ্টা করে থাকেন।

মূলতঃ ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহ্‌র সদিচ্ছায় নির্মিত সপ্তাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় একটি বিশাল জ্ঞানবৃক্ষ, যা জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা ও লতাপাতায় ভরপুর এবং যার কোন তুলনাও নেই। এখান হতেই মানুষকে জ্ঞান আহরণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় আল্লাহ্‌র নির্মিত মহাকাশই হল আমাদের সবচাইতে দূরবর্তী উর্ধ্বজগতের সৃষ্টি, অথচ এই মহাকাশের বা সপ্তাকাশের অধিকাংশই সহজেই (ঊর্ধ্বমুখী না হয়েও) খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, বসে বসে, কথা বলতে বলতে, হাঁসতে হাঁসতে, কাঁদতে কাঁদতে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় যে কোন অবস্থায় উহার বিরাট অংশ চোখের সামনে ভাসে। এটা যে কত আশ্চর্য! তার ভাষা মানুষের জানা আছে বলে মনে হয় না। আর এ বিষয়ে আমরা সামান্য চিন্তা করে থাকি। অথচ আমাদের (মানব জাতিকে) জ্ঞান দানের ও সুরক্ষার জন্যেই উহাকে (মহাকাশকে) সৃষ্টি করা হয়েছে। তদ্রূপ ইবাদাতও মানুষের জ্ঞান সীমায় আবদ্ধ বা মিশ্রিত একটি সুবিস্তৃত জ্ঞানবৃক্ষ, যার ঊর্ধ্বে আর কোন জ্ঞান নেই। এই ইবাদাতকে বোঝার জন্যে আল্লাহ যে সুব্যাবস্থা করেছেন এবং মানুষকে জ্ঞানদান করেছেন, তা সহজভাবে সপ্তাকাশ অবলোকন করার সঙ্গে তুলনীয়। সপ্তাকাশ বা মহাকাশ যেমন আমাদের অবিচ্ছেদ্য দৃশ্য সঙ্গী, ইবাদাতও আমাদের হৃদয় ও অন্তরের অবিচ্ছেদ্য সন্নিকটবর্তী কর্তব্য সঙ্গী।

আমাদের আলোচ্য ছালাত হচ্ছে ইবাদাতের একটি মজবুত বা শ্রেষ্ঠ শাখা। আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টি ইবাদাতকে সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে ছালাতের

গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং ইবাদাত ও ছালাত এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে বা অর্থে পরিচালিত দু'টি পৃথক নামীয় ইবাদাত মাত্র। আসলে একটি অপরটির পরিপুরক। অর্থাৎ ইবাদাত বাদ দিয়ে ছালাত বা ছালাত বাদ দিয়ে ইবাদাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দ্বীন ইসলামের প্রতি ভক্তি ভালবাসা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সাধনে ইবাদাতের সকল প্রণালীসহ ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

প্রথম ইবাদাতখানা ও ছালাতের প্রথম আদেশ সমূহ

আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির পরপরই তাঁর শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা ও আদেশ ইবাদাতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছালাত কায়েম করার জন্যে যমীনের বুকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَـالَمِينَ 'নিশ্চয়ই যে ঘর মানুষের জন্য সর্বপ্রথম নির্ধারিত হয়েছে (ইবাদাতখানা রূপে) উহা সেই ঘর যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, উহা বরকতময় এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক' *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*।

পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ) এই ঘরের প্রতিষ্ঠাতা দীর্ঘকাল পর হযরত নূহ (আঃ)-এর প্লাবনে এই গৃহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। পরবর্তীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ বা মেরামত করেন। এ বিষয়ের মহাসাক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, 'যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দণ্ডায়মানকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য' *(হজ্জ ২২/২৬)*।

বিষয়বস্তুর সাবলীলতা বৃদ্ধির প্রয়াসে মহান আল্লাহ পুনরায় বলেন, 'আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য সম্মেলনস্থল ও শান্তির আলয় করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে ছালাতের জায়গা বানাও। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম,তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রূকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

বিশ্ব ভূমণ্ডলে আলো ও তাপ সরবরাহে প্রধান উৎস সূর্য। পানি সরবরাহের প্রধান উৎস সমুদ্র। সূর্যগর্ভে যে আলো ও তাপ রয়েছে পৃথিবীর সমস্ত আলো ও তাপকে

একত্রিত করলেও তার সমতুল্য তেজ শক্তি হবে না। আবার সমুদ্রগর্ভে যে পরিমাণ পানি ভাণ্ডার আছে, সমগ্র পৃথিবীর নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, নলকূপ, পুকুর,হ্রদ ইত্যাদিতে একত্রে সে পরিমাণ পানি নেই। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সমস্ত আল্লাহ্র ঘর মসজিদগুলির সম্মানও মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ্র সমপরিমাণ হবে না। এজন্যই আল্লাহপাক বায়তুল্লাহ শরীফকে দুনিয়ার সকল মসজিদের শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সকল মসজিদ বায়তুল্লাভিমুখী হয়ে নির্মিত হয় এবং সারা জাহানের মুসল্লীগণ কা'বা শরীফের অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে ছালাত আদায় করেন।

পূর্ববর্তী লোকদের ও নবী-রাসূলদের উপর ছালাত আদায়ের আদেশ প্রত্যাদেশ অব্যাহত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি এক অনুকূল পরিবেশে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেন।

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِـــذِكْرِي 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে ছালাত কায়েম করুন' *(ত্বাহা ২০/১৪)*।

হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই উভয়ে ছালাত কায়েম করার জন্যে আরও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তাঁর ভাই এর প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্যে মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্মাণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলি বানাবে কেবলামুখী করে এবং ছালাত কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর' *(ইউনুস ১০/৮৭)*।

আমাদের মুসলমান জাতির আদি পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র আদেশের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাঁর জীবনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে নিজের পরিবারবর্গের ও সকল মুমিন মুসলমানের জন্য এক হৃদয়গ্রাহী দো'আ বা মুনাজাত করেন, পবিত্র কুরআনে তা অবতীর্ণ হয়েছে, 'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুণ আমাদের দো'আও। হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)*।

অতঃপর সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা হযরত মরিয়মকেও বিশ্বজগতে বা ইহকালে ও পরকালে চিরস্মরণীয় ও মর্যাদার উচ্চ আসনে উন্নীত করে অহি অবতীর্ণ করেন

এবং তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছালাতে যত্নবান থাকার আদেশ দান করেন। উক্ত প্রত্যাদেশ হলো, 'যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর তোমাকে বিশ্বনারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রূকূকারীদের সাথে সিজদা ও রূকু কর' *(আলে ইমরান ৩/৪২-৪৩)*।

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে লোকদের সাথে যে বাক্য বিনিময় করেছিলেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তা সসম্মানে বর্ণিত হয়েছে, 'ঈসা বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে' *(মরিয়ম ১৯/৩০-৩১)*।

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে অনুসন্ধান চালালে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ছালাতের আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে। অবশ্য আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আদেশ হয়েছে ঐতিহাসিক মে'রাজের ঘটনা হতে। মে'রাজের কাহিনী আমরা সবাই মোটামুটিভাবে জানি। মে'রাজ একটি অলৌকিক ভ্রমণ কাহিনী। এর প্রত্যক্ষ পরিচালনাকারী ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) এক রাত্রিতে নবী করীম (ছাঃ)-কে (মক্কায় থাকাকালীন সময়ে) সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্ব আকাশ সমূহে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে জান্নাত-জাহান্নাম ও অন্যান্য অসাধারণ দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছিল। সব শেষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর এবং তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরজ করা হয়েছিল। সেই মে'রাজের তারিখ হতে অদ্যাবধি এবং আগামী ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরজ হিসাবে গন্য।

ছালাতের গুরুত্ব ও আদেশ

'ছালাত' শব্দের অর্থ দো'আ, প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি আশাব্যঞ্জক শব্দ ভাণ্ডার। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব সম্প্রদায়কে ইহজগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভূষিত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তাঁর ও তাঁর মহাজ্ঞান ভাণ্ডারের প্রতি মানুষকে আত্মবিশ্বাস, আত্মসমর্পণ, আনুগত্যসহ ইবাদত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর এই ঘোষণার সমষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে- (১) কালেমা (২) ছালাত (৩) ছিয়াম (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ।

এ পাঁচটি আদেশের মধ্যে ছালাতই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রথম আদেশ, কালেমার সাহায্য ছাড়া উহার প্রকৃত রূপদান সম্ভব নয়। কারণ কালেমার মূল অর্থ বা সারমর্ম হলো 'এক আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর বিশ্বাস, যার কোন তুলনা নেই। যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মবিশ্বাসী, তারা তাঁর আদেশ নিষেধ এর প্রতিও অনুরূপ বিশ্বাসী। সুতরাং ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মোতাবেক ছালাত আদায় করাই হলো সঠিক ছালাত। ইহা মানব জাতির জন্য একটি সার্বজনীন আদেশ। মানুষ সৃষ্টির পরই ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ছালাত শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরই ফরজ করা হয়নি, পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের উপরও ফরজ ছিল। পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তার প্রমাণ বা উদাহরণ রয়েছে।

অবশ্য আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ছালাত ফরজ হয়েছে ঐতিহাসিক মে'রাজের সফরে। এরপর আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ দান করেন এবং ছালাত আদায়ের আদেশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য অহি প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ 'ছালাত কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রূকুকারীদের সাথে রূকু কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 'ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর ছালাতের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*।

ছালাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রয়াসে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা রূকু কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(হজ্জ ২২/৭৭)*।

মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ছালাত বাস্তবায়নের জন্যে জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা সার্বজনীনভাবে ছালাত কায়েম করার জন্যে তাঁর আদেশের সঙ্গে নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শকে সম্পৃক্ত করেও বহু আয়াত অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(নূর ২৪/৫৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তাঁরা ভাল কথা শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী সুকৌশলী' *(তওবা ৯/৭১)*।

বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সর্বমহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ যারা ছালাত কায়েম করে যাকাত দেয় এবং বিনম্র' *(মায়েদাহ ৫/৫৫)*।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল (ছাঃ)-কে বিশেষভাবে প্রত্যাদেশ করেন, 'আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান, মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত রবের ইবাদত করুন' *(হিজর ১৫/৯৮-৯৯)*।

একই মর্মার্থে পুনরায় প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং ছালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর *(আনকাবুত ২৯/৪৫)*।

মূলতঃ ছালাত একটি অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক ইবাদত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এর মূল্যায়ণ কর্তা এবং যাকে যতটুকু ইচ্ছা তা দান করেন। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ দূত ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক ইহজগতের শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ নবী (ছাঃ)–কে দ্বীন ইসলাম ও ছালাত আদায়ের সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেন এবং তাঁর আদেশের সঙ্গে নবী (ছাঃ)-এর আদেশ ও আনুগত্যকে সম্পৃক্ত করেন। সেহেতু মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা নবী (ছাঃ)-কেই মানবতার ও ছালাত আদায়ের শ্রেষ্ঠ

জ্ঞান দান করেন, তাই তিনি মানব সম্প্রদায়কে তাঁর আদেশ এবং তাঁর আদেশের শ্রেষ্ঠ বাহক ও বাস্তবায়নকারী নবী (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করার বহু আদেশ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন। এসব আদেশ প্রত্যাদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, নবী (ছাঃ)-এর বাস্তবায়িত ছালাতই হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপযোগী ছালাত। তিনি চান নবী করীম (ছাঃ)-এর তৎকালীন বা পরবর্তী উম্মতগণ নবী (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ছালাতের অনুসরণেই ছালাত আদায় করবে। এর বিকল্প বা ব্যতিক্রমধর্মী কোন প্রকারের ছালাত আদায় করতে আলস্নাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

ছালাত ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের (পাপ মুক্তির) জন্যে এক গোপন আধ্যাত্মিক সফল প্রার্থনা। যার বিনিময় একমাত্র আল্লাহই জানেন, প্রার্থনাকারী জানে না। তবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বর্ণনা হতে সন্দেহাতীতভাবেই জানা যায়, প্রকৃত ছালাত যেকোন সাধারণ পাপকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'দিনের দুই প্রান্তে ছালাত ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে, পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দুর করে দেয়' *(সূরা হুদ ১১/১১৪)*।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো শাস্তি যোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার উপর সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করুন। অতঃপর ছালাতের সময় উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত পড়লো ছালাত শেষ করে সে (লোকটি) আবার বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাতে উপস্থিত হয়েছিলে? সে বললো হাঁ, তিনি বললেন তোমার গোনাহ তো মাফ হয়ে গেছে। *(বুখারী, মুসলিম)*।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, একবার আমার নিকট মদীনার দু'জন ইয়াহুদী বৃদ্ধা মহিলা এলেন। তাঁরা আমাকে বললেন যে, কবরবাসীদের তাদের কবরে আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের কথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম। আমার বিবেক তাদের কথাটিকে সত্য বলে মানতে চাইল না। তাঁরা দু'জন বেরিয়ে গেলেন। আর নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট এলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট দু'জন বৃদ্ধা

এসেছিলেন। তারপর আমি তাঁকে তাঁদের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন সত্যই বলেছে। নিশ্চয়ই কবরবাসীদের এমন আযাব দেওয়া হয়ে থাকে, যা সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু শুনে থাকে। এরপর থেকে আমি তাঁকে [নবী করীম (ছাঃ)-কে] সর্বদা প্রত্যেক ছালাতে কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতে দেখেছি *(বুখারী)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অমান্য বা অবজ্ঞা করার মত কোন অবকাশ ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা নিজেদের কর্মবিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

সাদৃশ্যপূর্ণ মর্মার্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

সুতরাং ছালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটির উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

ছালাতের প্রস্তুতি

ছালাত আদায়কারীকে অবশ্যই পবিত্রতা রক্ষার জন্য অপবিত্রতা হতে দূরে থাকতে হবে। এজন্যে প্রথমেই মানসিক পবিত্রতা, অতঃপর শারীরিক পবিত্রতার প্রতি যত্নবান হতে হবে ও পবিত্রতা অর্জন করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া ছালাত শুদ্ধ হবে না। এসব পবিত্রতার মধ্যে কিছু ফরজ ও কিছু সুন্নাত যেমন জানাবতের গোসল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে ফরজ। সপ্নদোষ বা বীর্যপাত হলে, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে গোসল করা ওয়াজীব। এতদ্ব্যতীত শারীরিক বা দৈহিক স্বচ্ছতার জন্য কিছু সুন্নাতী আদেশ আছে- যেমন নখ, চুল, গুপ্তস্থান প্রভৃতি পরিস্কার রাখা।

মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের পর ছালাত আদায়কারীকে ছালাতের সময় অনুযায়ী আল্লাহ্‌র আদেশ ও বিধান মত ওজু সম্পন্ন করতে হবে। ওজুর গুরুত্বের অনুকূলে পবিত্র কুরআনে অহি অবতীর্ণ হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল গিটসহ ধৌত কর। যদি তোমরা অপবিত্র

হও তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন কর। যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দিয়ে মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না, বরং তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নে'মত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

ছালাত ও ওজু সংক্রান্ত অপর এক বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন ছালাতের ধারে কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ। আর (ছালাতের কাছে যেও না) ফরজ গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রসাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাকপবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল' *(নিসা ৪/৪৩)*।

আল্লাহ্‌র আদেশ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণই হলো আমাদের ধর্মের শীর্ষ বাণী। উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে ওযু সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদেশ বর্ণিত হয়েছে এবং উক্ত আয়াতের আলোকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওযূর (পদ্ধতির) উদাহরণ দেওয়া হলো। ওযু সম্পর্কিত এক হাদীছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি ওযু করতে গিয়ে মুখমণ্ডল ধুইলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে অনুরূপ করলেন। অর্থাৎ অপর হাতের সঙ্গে মিলালেন এবং মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান হাত ধুইলেন এবং আর এক আঁজলা পানি নিয়ে বাম হাত ধুইলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। অতঃপর এক আঁজলা ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধীরে ধীরে ধুইলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে বাঁ পা ধুইলেন। আর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি' *(বুখারী)*।

ওযূ সম্পর্কে আর একটি হাদীছ, উম্মান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুইলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুল্লি করলেন ও

নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। দু'পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুইয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ ওযূ করার পর একাগ্র চিত্তে দু'রাক'আত ছালাত পড়বে, কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ পাক তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন *(বুখারী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে ওযূ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। তারপর তিনি পানি আনিয়ে নিজের হাতের উপর ঢেলে (কব্জি) পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর তিনবার কুল্লি করলেন এবং তিনবার নাক ঝাড়লেন (অর্থাৎ নাকে পানি দিলেন)। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন- উভয় হাত অগ্র-পশ্চাৎ টেনে। শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন। অতঃপর দু'পা ধুইলেন *(বুখারী)*।

পানির অভাবে ওযূ করার জন্য তায়াম্মুম করার নিয়ম হলো ওযূর নিয়ত করে বিসমিল্লাহ বলে পাক মাটিতে দু'হাত মারতে হবে, পরে হাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল মসাহ করতে হবে, আর দু'হাতের কব্জি মসাহ করতে হবে। ওযূর জন্যে এটাই যথেষ্ট হবে *(বুখারী)*।

উপরের উদ্ধৃত হাদীছগুলি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওযূ করার হুবহু প্রণালীর বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওযূ করার অনুসরণেই আমাদেরকে ওযূ করতে হবে। তবে ওযূ অবস্থায় ছালাত আদায়কালে ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে। ওযূ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ আছে। পায়খানা বা প্রসাবের দ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলেই ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে *(বুখারী)*। তন্দ্রা অবস্থায় ওযূ নষ্ট হবে না, কিন্তু সজ্ঞাহীনভাবে ঘুমিয়ে গেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*। লজ্জাস্থানে সরাসরি হাত লাগলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগলে ওযূ নষ্ট হবে না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

ছালাতের সময় সূচীঃ

মহামহিমাময় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মিরাজ রজনীতে তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত (নির্দিষ্ট সময়ে) আদায় করা ফরজ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

উচ্চারণঃ ইন্নাছ ছলাতা কা-নাত আলাল মুমিনী না কিতা-বাম মাওকূতা। অর্থ- নিশ্চয় ছালাত মুসলমানদের উপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে *(নিসা ১০৩)*।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচীর ইঙ্গিত দিয়ে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়কে সহজভাবে বোঝার জন্যে করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রশিক্ষক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি প্রথম দিন আওয়াল ওয়াক্তে ও পরের দিন আখেরী ওয়াক্তে নিজ ইমামতিতে পবিত্র কা'বা চত্বরে মাক্বামে ইবরাহীমের পার্শে দাঁড়িয়ে পাঁচ পাঁচ দশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের পসন্দনীয় সময়কাল ঐ দুই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত)*। তবে আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বোত্তম আমল হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

উপরোক্ত হাদীছের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি হাদীছ, ইবনে শিহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) একদিন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ দেরীতে ছালাত আদায় করলে উরওয়া ইবনে যুবায়ের তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরাহ ইবনে শোবা একদিন ছালাত দেরীতে আদায় করলে আবু মাসঊদ আনসারী তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, মুগীরাহ এ কেমন ব্যাপার? তুমি কি অবহিত নও যে, জিবরীল (আঃ) এসে ছালাত আদায় করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছালাত আদায় করলেন। তিনি আবার ছালাত আদায় করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ছালাত আদায় করলেন। তিনি আবার ছালাত আদায় করলে এবারও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করলেন। তিনি আবারও ছালাত আদায় করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ছালাত আদায় করলেন। তিনি পুনরায় ছালাত আদায় করলে এবারও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করলেন। এবার জিবরীল (আঃ) বললেন, এভাবে ছালাত শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(এসব কথা শুনে) উমর ইবনে আব্দুল আযীয উরওয়াকে বললেন, তুমি কি বলছ তা জেনে শুনে বল বা উপলব্ধি কর। জিবরীল (আঃ) কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য ছালাতের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন? জবাবে উরওয়া বললেন, বাশীর ইবনে আবু মাসউদ তাঁর পিতার নিকট থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন সময় আশরের ছালাত পড়তেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর কামরার মধ্যে থাকত। অর্থাৎ তখনও সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়নি *(বুখারী)*।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়গুলি সঠিকভাবে অবগত হওয়ার জন্য, অতঃপর তা প্রচারের জন্য অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে উদারণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

আবুল মিনহাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আসলামীর কাছে গমন করলাম। আমার পিতা তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে (কখন কখন) ফরজ ছালাত সমূহ আদায় করতেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুণ। তিনি (আবু বারযা আসলামী) তিনি (নবী (ছাঃ) যোহরের ছালাত- যাকে তোমরা আল-উলা বলে থাক- এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য (মাথার উপর থেকে) ঢলে পড়ত। আসরের ছালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ (ইচ্ছা করলে ছালাতের পর) মদীনার প্রান্তভাগে তার বাসস্থানে পরিবার পরিজনের কাছে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারত। (আবুল মিনহাল বলেন,) মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার ছালাত দেরীতে আদায় করা তিনি উত্তম মনে করতেন এবং এশার ছালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া বা পরে কথাবার্তা বলা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন। আর ফজরের ছালাত আদায় করে যখন ফিরতেন তখন লোকে তার পাশের ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পারত। তিনি ফজরের ছালাতে ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত কেরআত করতেন *(বুখারী)*।

একই মর্মার্থের অপর একটি হাদীছ, মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ মদীনায় আগমন করলে আমরা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে ছালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (কেননা, হাজ্জাজ বিলম্ব করে ছালাত আদায় করতেন) তিনি (জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ) বললেন, নবী (ছাঃ) যোহরের ছালাত দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আছরের ছালাত এমন সময় আদায় করতেন, যখন সূর্যের তেজ ও আলো

অপরিবর্তিত থাকত। মাগরিবের ছালাত সূর্য অস্ত যাবার পর আদায় করতেন। এশার ছালাত কোন সময় দেরীতে এবং কোন সময় তাড়াতাড়ী আদায় করতেন। যখন দেখতেন সবাই হাজির হয়েছে তখন তাড়াতাড়ী আদায় করতেন এবং দেখতেন সবাই বিলম্ব করছে তখন বিলম্বেই আদায় করতেন এবং ফজরের ছালাত লোকেরা সবাই অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নবী (ছাঃ) রাতের অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন *(বুখারী)*।

উপরোল্লেখিত হাদীছ কয়টি দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ছালাত আদায়ের সঠিক সময়ের বর্ণনা করা হয়েছে- যা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অনুসরণীয়। অবশ্য ছালাতের কিছু নিষিদ্ধ সময় রয়েছে, সেগুলিও জানা দরকার। যেমন সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তকালে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ নয় *(মুসলিম, মিশকাত)*। অনুরূপভাবে আছরের ছালাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন ছালাত নেই *(বুখারী ও মুসলিম)*।

ছালাতে পঠিতব্য কুরআনের আয়াত ও কয়েকটি সূরা:

পবিত্র ছালাত আদায়ের জন্য প্রতি রাকআত ছালাতে প্রথমে সূরা ফাতিহা এবং উহার সঙ্গে একটি (যেকোন) সূরা অথবা কুরআনের যেকোন জায়গা হতে কিছু অংশ বা তিনটি আয়াত পাঠ করা অপরিহার্য। এজন্যে প্রত্যেক মুসল্লীকে সূরা ফাতিহা মুখস্ত রাখতেই হবে এবং আরও কয়েকটি সূরা বা আয়াত মুখস্ত রাখা একান্ত আবশ্যক। তাই আলোচ্য ছালাত বা দো'আ রচনার অবিচ্ছিন্ন অংগ হিসাবে সূরা ফাতিহা ও কুরআনের কয়েকটি আয়াত সহ কয়েকটি সূরা লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

(১) সূরায়ে ফাতিহা-

اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ-

আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম। বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম।

الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمـــنِ الرَّحِيمِ- مَالك يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّـــاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- اهدنَـــــــــا الصِّرَاطَ الْمُستَقيمَ- صِرَاطَ الَّـــذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ- اَمِيْن-

উচ্চারণঃ আল-হাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন। আর রহমা-নির রহীম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন। ইহ্‌দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। ছিরা-ত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম। গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্‌যা-ল্লীন।

অনুবাদঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয় যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(২) সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৮-১০ পর্যন্ত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُولَـئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ-

উচ্চারণঃ রাব্বানা লা-তুযিগ কুলুবানা বাদা ইযহাদাইতানা ওয়া তাহাবলানা মিললাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল অহহাব। রাব্বানা ইন্নাকা জামিউন নাছি লিইয়াওমিল লা-রাইবা ফী-হ ইন্নাল্লাহা লাইয়ুখ লিফুল মীয়াদ। ইন্নাল্লাযী না কাফারূ লান তুগনিয়া আনহুম আমওয়ালুহুম আলা আউলাদুহুম মিনাল্লাহি শাইয়া অউলায়িকা হুম অকুদুন্নার।

অনুবাদঃ হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘণে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করুণ। আপনিই সব কিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই

আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না। যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন।

(৩) সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৩১-৩৩ পর্যন্ত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ- إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ-

উচ্চারণঃ কুলইন কুনতুম তুহিব্বুনা ল্লাহা ফাত্তাবিউ নী ইয়ুহবিবকুমুল্লা হু অইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গাফুরুর রাহীম। কুল আত্বিউল্লাহা অররাছুলা ফাইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল কাফিরীন। ইন্নাল্লাহাছ ত্বোয়াফা আদামা তানুহা ওয়ালাই বরাহীমা লা ইয়ুহিব্বুল কাফিরীন। ইন্নাল্লাহাছ ত্বোয়াফা আদামা তানুহা ওয়ালা ইবরাহীম অআলা ইমরানা আলাল আলামীন।

অনুবাদঃ বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফের দিগকে ভালবাসেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ) নূহ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন।

(৪) সূরা তাওবাহ, আয়াত ১২৮ ও ১২৯।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ- فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ-

উচ্চারণঃ লাক্বাদ জা-আকুম রাছুলুম মিন আনফুসিকুম আযীযুন আলাইহি মা আনিত্তুম হারীছুন আলাই কুম বিল মুমিনীনা রাউফুর রাহীম। ফাইন তাওল্লাও ফাকুল হাছবিয়াল্লা হু লাইলাহা ইল্লা হু আলাইহ তাওয়াকালতু অহুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

অনুবাদঃ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিকারী।

(৫) সূরা আছর-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

উচ্চারণঃ ওয়াল 'আছর। ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুসর। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া 'আমিলুছ ছা-লেহা-তে, ওয়া তাওয়াছাও বিল হাকক্বে ওয়া তাওয়াছাও বিছ্ ছাব্‌র।

অনুবাদঃ কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

(৬) সূরা কাওছার-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ-

উচ্চারণঃ ইন্না আ তোয়াইনা কাল কাওছার। ফাছোয়াল্লী-লি রাব্বিকা ওয়ান হার। ইন্না শা-নিয়াকা হুওয়াল আবতার।

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ছালাত পড়ুন এবং কোরবানী করুন। যে আপনার শত্রু সেই তো লেজকাটা নিবংশ।

(৭) সূরা কাফিরূণ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ- وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ- وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ- وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ-

উচ্চারণঃ কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূণ। লা আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদূনা মা আ'বুদ। ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা 'আবাদতুম। ওয়া লা আনতুম 'আবিদূনা মা আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।

অনুবাদঃ বলুন, হে কাফেরকুল, আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর এবং তোমরাও ইবাদকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

(৮) সূরা নাছর-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً-

উচ্চারণঃ ইযা-জ্বা আনাছরুল্লাহি অল্‌ফাত্‌হু অরায়তান্নাছা ইয়াদখুলুনা ফী-দী-নিল্লাহি আফওয়া জ্বা, ফাছাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা অছতাগ ফির্‌হূ ইন্নাহু কা-না তাওয়্যা-বা।

অনুবাদঃ যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুণ এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

(৯) সূরা লাহাব-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ- مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ- سَيَصْلَى نَـــاراً ذَاتَ لَهَبٍ- وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ- فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ-

উচ্চারণঃ তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিও অতাব্, মা আগনা আনহু মা-লুহু অমা কাছাব, ছাইয়াছ লা-না-রাণ যা-তা লাহাবিও অমরায়াতুহু, হাম্মা লাতাল হাত্বাব্ ফী-জ্বী দিহা হাবলুম মিম মাছাদ।

অনুবাদঃ আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও- সে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

(১০) সূরা এখলাছ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ-

উচ্চারণঃ কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, আল্লা-হুছ ছোয়ামাদ, লাম ইয়ালিদ অলাম ইয়ুলাদ, অলাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অনুবাদঃ বলুন, আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্মে দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

(১১) সূরা ফালাক্ব-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِن شَرِّ مَا خَلَقَ- وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ- وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ- وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ-

উচ্চারণঃ কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক্ব, মিন শার্রি-মা-খালাক্ব, অমিন শার্রি গা-ছিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শার্রিন নাফ্ফা-ছাতি ফিল উক্বাদ, ওয়া মিন শার্রি হা-ছিদিন ইযা হাসাদ।

অনুবাদঃ বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ঠ থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

(১২) সূরা নাছ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ- إِلَهِ النَّاسِ- مِـــن شَـــرِّ الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّاسِ- الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ-

উচ্চারণঃ কুল আউযুবি রাব্বিন্নাছ, মালিকিন্নাছ, ইলাহিন্নাছ, মিন শার্রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসবিছু ফী-ছু-দুরিন্নাছ, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাছ।

অনুবাদঃ বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মাবুদের, আর অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

উপরোল্লেখিত পবিত্র কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলি পবিত্র ছালাতের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এগুলি সমস্তই দো'আ, বিশেষ করে সূরা ফাতিহা হলো আরও অন্যতম দো'আ, যাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ দো'আও বলা হয়েছে। এই দো'আ প্রতি রাক'আত ছালাতে পড়তেই হবে, নইলে ছালাতই হবে না। এ দো'আর গুরুত্ব ও মহাত্ম্য অবর্ণনীয়। সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য যেসব সূরা বা আয়াত পাঠ করা হয় বা হবে তার গুরুত্বও নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

ছালাতে পঠিতব্য কুরআনের আয়াত ছাড়াও (ছালাতের মধ্যে) তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা, রুকুর দো'আ, ক্বওমার দো'আ, সিজদার দো'আ, তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ইত্যাদি দো'আ রয়েছে। সেগুলি ছালাত আদায় পদ্ধতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় অংশে সংযোজন করা হবে। মোট কথা দো'আ দ্বারা পরিপূর্ণ ছালাত

দো'আর অন্তকরণেই শুরু করতে হবে এবং (ছালাতের) সর্বশেষ দো'আ ছালাত বা শান্তির মাধ্যমেই শেষ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই আমাদেরকে ছালাতে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই সঠিক ছালাত আদায় করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

ছালাতের রোকন বা মৌলিক বিষয় সমূহ:

ছালাত বা দো'আ ঈমানদার মুসলমান নর-নারীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদাত। এই ইবাদাতকে বিশুদ্ধভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। কারণ বিশুদ্ধ ছালাত বা দো'আ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করবেন না বা কবুল করবেন না। যে সমস্ত রোকন বা মৌলিক বিষয়সমূহ বাদ পড়লে বা বাদ দিলে বা অমান্য করলে ছালাত শুদ্ধ হয় না এবং সোহ সিজদার মাধ্যমেও যা শুদ্ধ হয় না সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) ওযূ ও নিয়ত করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র ইবাদাত করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'জেনে রাখুন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ্র নিমিত্ত *(যুমার ৩৯/৩)*।

(২) তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে ছালাত আরম্ভ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, ছালাতের চাবি পবিত্রতা। আর তাহরীম হচ্ছে তাকবীর এবং তাহলীল হচ্ছে সালাম' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩)*।

(৩) কেবলামুখী হয়ে ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগতভাবে দাঁড়াও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। যদি দাঁড়াতে না পার তাহ'লে বসে' *(বুখারী)*।

(৪) প্রত্যেক রাক'আত ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্য কর্তব্য বা বাধ্যতামুলক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই ব্যক্তির ছালাত হ'ল না, যে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না *(বুখারী)*।

(৫-৬) প্রতি রাক'আত ছালাতে রুকু ও সিজদা করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু এবং সিজদা কর' *(হজ্জ*

২২/৭৭)। আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট যে ছালাত চুরি করে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, যারা রুকূ ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না' *(আহমাদ, ৫ম খণ্ড হা/৩১০)*।

(৭) রুকূ থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন রুকূ থেকে দাঁড়াবে তখন সমানভাবে বা সোজাভাবে দাঁড়াবে, যাতে প্রত্যেক হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যায় *(বুখারী তা'লীক সূত্রে বর্ণিত হা/১২৭)*।

(৮) শেষ বৈঠকে বসা এবং তাশাহহুদ পড়া।

(৯) সালাম ফিরান *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩)*।

উপরোক্ত বিষযগুলি ছাড়া অন্য কোন ভূল-ক্রটি হলে সহো সিজদাহ্র মাধ্যমে ছালাত শুদ্ধ করা যাবে।

যোহরের ছালাত:

সূর্য মাথার উপর হতে পশ্চিম আকাশে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সমপরিমাণ ছায়া হয়ে গেলেই সময় শেষ হয়ে যায় *(মুসলিম)*। অবশ্য বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার যুগে ঘড়ির সাহায্যে আঞ্চলিক সমতার ভিত্তিতে আযান দেয়া ও ছালাত আদায়ের সময় নির্ধারণ করা হয়। কাজেই সূর্য ঢললেই ঘড়ির নির্ধারিত সময় মত যোহরের আযান দেওয়া হয়। আযানের কালেমা সমূহ মোট **১৫টি-**

১। আল্লা-হু আকবার (অর্থ আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) اَللّٰهُ اَكْبَرْ ৪ বার।

২। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ২ বার।

(অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)

৩। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ ২ বার।

(অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল)

৪। হাইয়া আলাছ ছালাহ (অর্থ: ছালাতের জন্য এসো) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ২ বার।

৫। হাইয়া আলাল- ফালাহ (অর্থ: কল্যাণের জন্য এসো) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ২ বার।

৬। আল্লা-হু আকবার (অর্থঃ আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) اَللّٰهُ اَكْبَرْ ২ বার।

৭। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১ বার।

আযান দিবা-রাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে একই ভাবে প্রচার করা হয়। শুধু ফজর ওয়াক্তের সময় 'হাইয়া আলাল ফালাহ' এর পর 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম' (অর্থঃ নিদ্রা হতে ছালাত উত্তম)। দু'বার অতিরিক্ত অংশটুকু বলতে হয়। এছাড়া আর কোন পরিবর্তন নেই।

মুওয়াযযিন কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। তিনি দু'কানে দু'হাতের দু'আঙ্গুল প্রবেশ করাবেন, যাতে আযানের জোর হয়। আর হাইয়াআলাছ ছালা-হু বলার সময় ডানে মুখ ঘুরাবেন এবং হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় বামে মুখ ফিরাবেন, দেহ নয়।

আযান শুনে আযানের জওয়াব দিতে হবে এবং আযান শেষে দরূদ ও দো'আ পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আযানের জওয়াব দিবে সে জান্নাতে যাবে। আযানের জওয়াবে মুয়াযযিন যা বলবে তাই বলতে হবে। কেবল হাইয়া আলাস সালাহ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ এর জওয়াবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (অর্থঃ নেকী করার ক্ষমতা ও গোনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া হয় না) বলতে হবে। এতদ্ব্যতীত আযানের অন্য কোন বাক্য পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কোন দলিল নেই।

আযান ও আযানের জওয়াব দান শেষে, মুয়াযযিন ও জওয়াবদানকারী উভয়কেই প্রথমে দরূদ ও পরে দো'আ পড়তে হবে।

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা-আলে মুহাম্মাদিন কামা বারিকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা-আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আপনি রহম বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের উপর, যেমন আপনি রহম বর্ষণ করেছেন, ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার বর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুণ মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গে উপর, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন, ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারবর্গের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমতের দৃষ্টি দিবেন *(মুসলিম)*।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আযানের দো'আ:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَتِ التَّامَّةِ وِالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَ سِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامَامَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাহ ওয়াছ তিল কায়িমাহ আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব আছহু মাক্বামাম মাহমুদা নিল্লাযি ওয়া আত তাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের আপনিই প্রভূ। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান করুণ সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁকে জান্নাতের প্রসংশিত স্থান মাকামে মাহমুদে নিয়ে যান, যা তাঁকে দান করার ওয়াদা করেছেন *(বুখারী)*।

যোহর ওয়াক্তে প্রধানত প্রথমে চার রাক'আত সুন্নাত, তারপর জামাআত বদ্ধ হয়ে চার রাক'আত ফরজ এবং ফরজ শেষে দু'রাক'আত সুন্নাত সহ মোট দশ রাক'আত ছালাত পড়তে হয়। অবশ্য ফরজ ছালাতের পূর্বে কেউ চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে সময় না পেলেও সে ফরজ ছালাতের জামাতে ছালাত আদায় করতে পারবে।

যোহর আযানের পর মুসল্লীগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রথমে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়বেন। কেউ ইচ্ছা করলে বাড়ীতেও সুন্নাত পড়তে পারেন।

অতঃপর ফরজ ছালাতের জন্য মানসিকভাবে তৈরী হবেন। নির্দিষ্ট সময়ে মুয়াযযিন এক্বামত শুরু করবেন। ইমাম ও মুক্তাদীসহ সকলেই ফরজ ছালাতের নিয়তে সোজা কেবলামুখী হয়ে, পায়ে পা লাগিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন।

'এক্বামত' অর্থ দাঁড় করানো, উপস্থিত মুসল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়ানোর তাগিদ হিসাবে বা প্রয়োজনে এক্বামত দেওয়া হয়। এক্বামত আযানের মতই কিছুটা পরিবর্তিত রূপে পাঠ করা হয়। ফরজ ছালাতে আযান ও এক্বামত উভয়ই সুন্নাত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছ অনুযায়ী এক্বামতের কালেমা **১১**টি। যথাঃ আল্লা-হু আকবার (২ বার), আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (১ বার), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১ বার), হাইয়া আলাছ ছালাত (১ বার), হাইয়া আলাল ফালাহ (১ বার), ক্বাদক্বা-মাতিছ ছালাত (২ বার), আল্লা-হু আকবার (২ বার), লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (১ বার) সর্বমোট **১১**- *(আবুদাঊদ)*।

মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলি শ্রোতামণ্ডলী যেভাবে মনে মনে উচ্চারণ করেন, ইকামতের শব্দগুলিও অনুরূপভাবে উচ্চারণ করবেন বা অনুসরণ করবেন। অতঃপর ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা 'আল্লা-হু আকবার' উচ্চ সম্মানিত ধ্বনির দ্বারা ছালাত আরম্ভ করেন। এ সময়ে তিনি দুই হাতের আঙ্গুল সমূহ কেবলামুখী করে খাড়াভাবে কাঁধ অথবা কান বরাবর উঁচু করে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর স্থাপন করবেন। মুক্তাদীগণ তাঁর অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ তাঁরাও ঈমামের মত তাকবীরে তাহরীমা বলে, তাঁর মত হাত উঠায়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর স্থাপন করবেন।

প্রথমেই আল্লাহ্র মহিমা ও গৌরিমার স্মরণে সিজদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিনম্র চিত্তে ছানা বা প্রশংসার দো'আ পাঠ করা হয়।

ছানাঃ

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ متفق عليه–

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-য়া য়া, কামা বা-'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-য়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-য়া-য়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারদি'।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনহা সমূহের মধ্যে এই পরিমাণ দুরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ আপনি আমাকে গোনহাসমূহ হতে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করুণ, যেমন সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিচ্ছন্ন হয় *(বুখারী, মুসলিম)*।

ছানা (২)

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ سْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اِلَهَ غَيْرُكَ–

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তা'আলা যাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গায়রুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি বরকত ওয়ালা, আপনার আযমত বোলন্দ, আপনি ভিন্ন কোন মাবুদ নেই।

ছানার আরও দো'আ আছে, তবে উপরের দুইটির মধ্যে যেকোন একট পাঠ করলেই চলবে।

তাকবীরে তাহরীমার পর ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই সশ্রদ্ধচিত্তে ছানা বা প্রশংসার দো'আ যেকোন একটি পাঠ শেষ করবেন। অতঃপর সম্মানিত ইমাম সাহেব আউযুবিল্লা ও বিসমিল্লাহ (নীরবে) পড়ে সূরা ফাতিহা ও আর একটি সূরা নীরবেই পড়বেন। ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণও আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা (নীরবে) পাঠ করবেন। যেহেতু যোহরের ছালাতে চুপে চুপে (নীরবে) সূরা পাঠ করার বিধান আছে। তাই ইমাম সাহেব দু'টি সূরা পাঠ করে তাকবীর (اَللهُ اَكْبَرْ আল্লাহ সব চেয়ে বড়) বলে রূকুতে যাবেন অর্থাৎ বুক হতে হাত উঠায়ে নিয়ে, দুই হাত কেবলামুখী করে কাঁধ বা কান বরাবর সোজাভাবে উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরের সাথে মাথা ও পিঠ নীচু করে দুই হাতের তালুর দ্বারা দুই হাঁটু ধরে মাথা ও পিঠ সামান্তরালভাবে নীচু করে রূকু করবেন। মুক্তাদীগণও তাঁর অনুসরণ করে চুপে চুপে তাকবীর পড়ে রূকুতে যাবেন। রূকুর

অবস্থায় প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টি সিজদার জায়গার দিকে সুস্থির রেখে, দয়াময় আল্লাহ্‌র মহিমা ও মহত্ব ঘোষণা করে নিজের ক্ষমা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে নিম্নের একটি দো'আ পড়তে হবে।

১ম দো'আ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।

অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমাদের পরওয়ার দেগার! আপনি পাক পবিত্র ও সকল প্রশংসা আপনার। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

২য় দো'আ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ *(সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম)*

অর্থ: 'আমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান'।

রূকুর আরও দো'আ আছে, তবে উপরোক্ত দো'আ দু'টির যেকোন একটি পড়লেই চলবে। রূকুতে থাকা অবস্থায় এই দো'আ কমপক্ষে তিন বার, আর বেশী যত পারা যায় পড়া যাবে। দো'আ শেষে শান্তভাবে রূকু থেকে মাথা উঠায়ে দুই হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর সোজাভাবে কেবলামুখী করে উঠায়ে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়ে নিম্নের দো'আ পড়তে হবে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِـدَا 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ। **অর্থ:** যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, আল্লাহ তাঁর কথা শুনে থাকেন। এই দো'আ একবার পড়তে হবে। অতঃপর দাঁড়ান অবস্থায়, প্রায় একই সঙ্গে আর একটি দো'আ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা' অত্যন্ত বিনীতভাবে পড়তে হবে।

তাছাড়া আরও একটি দো'আ আছে, তাহ'ল-

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ–

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়।

জনৈক ছাহাবা এই দো'আ কিছুটা অনুচ্চস্বরে পাঠ করলে, ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার এই দো'আ পাঠের ফযিলত লিখার জন্য ৩০ (ত্রিশ) জন ফেরেশতা আসমানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে- *(বুখারী)*।

উপরোক্ত রূকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান অবস্থাকে ক্বওমা বলে। ক্বওমার অবস্থায় পঠিতব্য উপরের দু'টি দো'আর মধ্যে যেকোন একটি দো'আ পড়ে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে আল্লাহু আকবার তকবীর বলে অবণতমস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে হবে। এ সময় কপাল ও নাক, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ সহ মোট ৭টি অঙ্গ মাটিতে স্থাপন করে সিজদা করতে হবে। সিজদায় গমনের সময় প্রথমে দু'হাত মাটিতে রাখতে হবে এবং দু'হাঁটু, কপাল ও নাক পরে রাখতে হবে। সিজদার সময় হাত দু'খানা কেবলামুখী করে মাথার দু'পাশে কাঁধ অথবা কান বরাবর মাটিতে রাখতে হবে এবং কনুই ও বগলের মধ্যে ফাঁক থাকবে।

সিজদায় কপাল ও নাক স্থাপনের জায়গা হাঁটুর স্থান হতে প্রায় এক হাত দূরত্ব হলে ভাল হয়। সিজদার সময়টুকু ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক বিনয় ও বিগলিত চিত্তের মূহুর্ত। এ সময়ের দো'আ ও আদবের গুরুত্ব অপরিসীম। সিজদার অনেক দো'আ আছে, তন্মধ্যে দু'টির উল্লেখ করলাম।

১ম দো'আ:

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ–

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আপনি পাক পবিত্র ও সকল প্রশংসা আপনার। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

২য় দো'আ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *-সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা*। অর্থঃ 'আমি মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

উপরের দু'টি দো'আর মধ্যে যেকোন একটি কমপক্ষে তিনবার (বা বেশী) পাঠ শেষ করে আল্লাহু আকবার তাকবীর পড়ে সিজদা হতে মাথা উঠায়ে বাম পায়ের পাতার উপর বসে, ডান পায়ের পাতা আঙ্গুলের উপরে খাড়া থাকবে এবং সুস্থির হয়ে বসে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষার জন্য নিম্নের দো'আটি পড়তে হবে।

দু’সিজদার মধ্যের দো‘আ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِي وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ–

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ‘আ-ফেনী ওয়ার্‌যুক্বনী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, সরল পথে পরিচালিত করুন, সুস্থতা দান করুন এবং রেযেক দান করুন।

এই দো‘আ একবার পাঠ করে আল্লাহু আকবার তাকবীর পাঠ করে পুনরায় (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতে হয় এবং (উপরে বর্ণিত) প্রথম সিজদার দু’টি দো‘আর মধ্যে যেকোন একটি দো‘আ আগের মতই কমপক্ষে তিন বার পড়তে হবে। দো‘আ পড়া শেষ হলে আল্লাহু আকবার তাকবীর পড়ে মাথা উঠাতে হবে দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা তুলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসতে হবে একে জালসায়ে ইস্তে রাহাত বা আরামের বৈঠক বলে। হাদীছে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জালসায়ে এস্তেরাহাতে না বসে দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য কখনও দাঁড়াতেন না *(বুখারী)*।

অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আত ছালাত পড়ার জন্য দু’হাত মাটিতে ভর দিয়ে ধীর ও শান্তভাবে দাঁড়ায়ে সরাসরি (পূর্বের মত) বুকে হাত বাঁধতে হবে। তবে প্রথম রাকা‘আতের মত দু’হাত কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠানোর দরকার হবে না। এরপর ইমাম সাহেব বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতিহা ও আরও একটি সূরা চুপে চুপে (আগের মতই) পাঠ করবেন। মুক্তাদীগণও ইমামের পিছনে আগের মতই সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। কিরআত পাঠ শেষ হলেই ইমাম সাহেব প্রথম রাক‘আতের মত আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে রূকুতে যাবেন এবং আগের মতই হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রথম রাক‘আতের রূকুর দো‘আই পড়বেন। দো‘আ শেষে প্রথম রাক‘আতের পদ্ধতিতেই সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ বলে দাঁড়িয়ে তৎসঙ্গের দু’টি দো‘আর (আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) যেকোন একটি পড়ে আল্লাহু আকবার তাকবীর পড়ে সিজদায় যেতে হবে। সিজদার দু’টি দো‘আর যেকোন একটি কমপক্ষে তিনবার পড়ে আল্লাহু আকবার তাকবীর পড়ে সিজদা হতে উঠে বসবে এবং দু’সিজদার মধ্যবর্তী দো‘আ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়া আফিনী ওয়ার যুকনী পাঠ করে আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে এবং সিজদার জন্য নির্ধারিত দু’টি দো‘আর যেকোন একটি কমপক্ষে তিন বার পড়ে মাথা উঠায়ে বসতে হবে।

এভাবে দ্বিতীয় রাক‘আত শেষ হলে প্রথম বৈঠকে বসে নিম্নোক্ত দো‘আ বা তাশাহহুদ (আত্তাহিইয়া-তু) পড়তে হয়।

التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ–

উচ্চারণ: আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু আস্‌সা-লামু ‘আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আস্‌সালা-মু ‘আলায়ানা ওয়া ‘আলা ‘ইবা-দিল্লা-হিছ্ ছা-লেহীন। আশহাদু আন্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: মৌখিক, আন্তরিক, সমুদয় প্রশংসা, শারীরিক আর্থিক যাবতীয় ইবাদত ও উপসনা কেবল আল্লাহ তা‘আলারই জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবঙ আপনার নেক্কার বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল *(বুখারী)*।

তাশাহহুদ পড়া শেষ হলে তৃতীয় রাক‘আত ছালাত পড়ার জন্য ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে উঠে দাঁড়াবেন এবং (ছালাত আরম্ভর সময়) তাকবীরে তাহরীমার পদ্ধতিতে দু’হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠায়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর স্থাপন করবেন। অতঃপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। মুক্তাদীগণও একইভাবে দাঁড়ায়ে বুকে হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা পড়বেন। অতঃপর (সূরা পাঠ শেষে) ইমাম সাহেব ১ম ও ২য় রাক‘আতের ন্যায় এ তৃতীয় রাক‘আতেও আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে রূকুতে যাবেন এবং পূর্বের মতই রূকুর দো‘আ পড়বেন। অতঃপর পূর্বের মতই সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ বলে রূকু হতে উঠে দাঁড়াবেন এবং ক্বওমার দো‘আ ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ পড়ে আল্লাহু আকবার তাকবীর দিয়ে সিজদায় গমন করবেন এবং সিজদার নির্ধারিত দো‘আ পাঠ করে আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে বসবেন এবং দু’সিজদার মধ্যকার দো‘আটি পড়বেন। অতঃপর

আল্লাহু আকবার তাকবীর দিয়ে ২য় সিজদায় গিয়ে সিজদার দো'আ পড়বেন দো'আ শেষে আল্লাহু আকবার তাকবীর পড়ে উঠে বসলেই তৃতীয় রাক'আত ছালাত শেষ হবে।

অতঃপর চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়, প্রথম রাক'আত হতে দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর পূর্বে জালসায়ে ইস্তেরাহাত বা আরামের বৈঠক করা হয়েছিল, এখানেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ তৃতীয় রাক'আত শেষে একটু স্থিরভাবে বসে চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে এবং তৃতীয় রাক'আতের ন্যায়ই প্রথমে সূরা ফাতিহা, তারপর আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে রূকু, রূকুর দো'আ, সামিআল্লাহ হুলিমান হামিদাহ বলে দাঁড়ান, কওমার দো'আ, এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় গমন, সিজদার দো'আ তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে দু'সিজদার মাঝের দো'আ, পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় গমন, সিজদার দো'আ, অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা হতে ওঠে বসলেই চতুর্থ রাক'আত পূর্ণ হবে।

আর চতুর্থ রাক'আতই হলো যোহর ছালাতের শেষ রাক'আত। কাজেই শেষ রাক'আতের পরই শেষ বৈঠক বা ছালাত সমাপ্তির বৈঠকে বসতে হবে। এখানে প্রথমে তাশাহহুদ- আত্তাহিইয়াতু, তারপর দরূদ শরীফ, দো'আয়ে মাছুরা প্রভৃতি পড়তে হয়।

ইতোমধ্যে আমরা যোহরের চার রাক'আত ফরজ ছালাতের প্রথম দু'রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠকে বসে তাশাহহুদ- আত্তাহিইয়াতু পড়ার কথা ও আত্তাহিইয়াতু লিপিবদ্ধ করেছি। ছালাতের শেষ চতুর্থ রাক'আত পর দ্বিতীয় বা শেষ বৈঠকে ও প্রথমে আত্তাহিইয়াতু পড়তে হবে, তারপর- দরূদ, দো'আয়ে মাছুরাহ প্রভৃতি দো'আ।

দরূদঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْراهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা 'আলা ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ও তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি, যেমন আপনি রহমত নাযিল করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপরে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

দো'আয়ে মাছুরাঃ ছালাতে আত্তাহিইয়াতু ও দরূদ শরীফ পাঠের পর যে দো'আ পাঠ করতে হয় তাকে দো'আয়ে মাছুরা বলে। রাসূল্লাহ (ছাঃ) নিম্নলিখিত দো'আয়ে মাছুরা পাঠ করতেন।

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নফ্সী যুলমান কছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম'।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর বহু যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব আপনি আপনার পক্ষ হতে নিজগুণে ক্ষমা করুন ও অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু *(বুখারী)*।

দো'আয়ে মাছুরার পর নিম্নের দো'আটিও পড়া যাবে। তবে উপরের গুলি পড়লেও যথেষ্ট হবে।

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরে ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহীদ দাজ্জাল ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাইহয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাতে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাছামে ওয়াল মাগরামে।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট কবরের আযাব, দাজ্জালের ফেৎনা ও জীবন মরণের ক্লেশ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট পাপকার্য ও ঋণ হতে মুক্তি কামনা করছি *(বুখারী)*।

ছালাতের শেষ বৈঠকে বসে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উপরের দো'আগুলি ধারাবাহিকভাবে পাঠ শেষ করে ইমাম সাহেব প্রথমে ডান দিকে নিজের মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে পড়বেন। 'আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ **অর্থ:** আপনাদের বা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। অতঃপর বামদিকে মুখ ঘুরিয়ে একইভাবে পড়বেন।

'আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ **অর্থ:** আপনাদের বা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। উল্লিখিত সালামের সাথে (وَبَرَكَاتُهُ) ওয়া বারাকাতুহু শব্দটিও যোগ করা যাবে।

ঈমামের সাথে মুক্তাদীগণও আগের মতই নীরবে অনুসরণ করবে ও দো'আ পড়ে সালাম ফিরাবে। সালাম ফিরান শেষ হলেই ইমাম সাহেব একবার সরবে আল্লাহু আকবার এবং তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ ও একবার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিন কাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম' বলে ডাইনে বা বামে অথবা সরাসরি মুক্তাদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবেন, আর সেই সঙ্গে ছালাত আদায়ের সকল কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। এরপর ইমাম বা মুক্তাদী প্রয়োজনবোধে উঠে যেতে পারেন।

তবে হাদীছের বাণী মোতাবেক দো'আ ও যেকের করা উত্তম। আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ) ছালাতে সালাম ফিরিয়ে প্রথমেই পড়তেন:

(১) اَللهُ اَكْبَرْ اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ–

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ সবচাইতে বড়। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত খতম হওয়া তাকবীরের সাথে বুঝতে পারতাম এবং সকলে তাকবীর পড়তাম *(বুখারী, মুসলিম)*।

(২) অতঃপর নিম্নের দো'আ পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَرَاكْتَ يَاذَالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ–

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাসসালাম ওয়া মিন কাসসালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল যালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, আপনার নিকটেই শান্তি। আপনি বরকতমণ্ডিত, হে মর্যাদা ও মহাসম্মানের মালিক'।

(৩) নিম্নের দো'আটি নবী করীম (ছাঃ) প্রায় প্রত্যেক ফরজ জালাতের শেষে মনোযোগ সহকারে পড়তেন-

لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرُ
اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعَطَيْتَ وَلاَمُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারিকালাহু লহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়িন কাদির। আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লেমা আতাইতা ওয়ালা মুতিয়া লেমা মানাতা অয়ালা ইয়ান ফাউযাল যাদ্দে মিন কাল যাদ্দু।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক ও শরীকমুক্ত। সকল রাজত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সর্বকিছুর উপর ক্ষমতাশী। হে আল্লাহ আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই। আপনি ব্যতীত কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ তাকে কোন আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না।

(৪) নবী করীম (ছাঃ) ফরজ ছালাতের পর যে সমস্ত দো'আ পড়তেন তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হলো:

اَللَّهُمَّ انِّىْ اعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعَوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاعَوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقُبْرِ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল যুবনে ওয়া আউযুবিকা মিনাল মিনাল বুখলে ওয়া আউযুবিকা মিনাল আরযালিল উমরে ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল ক্বাবরে।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট শারীরিক দূর্বলতা কৃপণতা, বার্দ্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট এবং ইহজগতের ফেতনা-ফাসাদ ও মৃত্যুর পর কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- *(বুখারী)*।

(৫) অতঃপর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ-

اَللَّهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনী ইবাদাতেকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার স্মরণ ও শুকুরগুজারী আদায় করার এবং আপনার উৎকৃষ্ট ইবাদত করার কাজে সাহায্য করুন।

(৬) তারপর পড়া যায়- رَضِيْتُ بَاللهِ رَبًّاوَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنَاوَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

উচ্চারণ: রাযিতু বিল্লাহে রাব্বাও ওয়াবিল ইসলামে দীনাও ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা।

অর্থ: আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌র উপর প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপর দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপর নবী হিসাবে।

(৭) আল্লাহুম্মা আযেরণী মিনান নার, اَللَّهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে পানাহ দিন।

(৮) আয়তাল কুরসী:

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ-

উচ্চারণ: আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইয়ুম লাতা খুযুহ সিনাতুওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরযি মান যাল্লাজি ইয়াশ ফাউ ইনদাহু ইল্লা-বি ইযনিহী ইয়ালাম মা বায়না আয়দি হীম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বি শাইয়ীম মিন ইলমিহী ইল্লা বীমা শায়া ওয়াসিয়া কুরসিও হুসসামা ওয়াতে অয়াল আরজ ওয়াল ইয়াউদুহু হেফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলীউল আযীম।

অর্থ: আল্লাহ তিনিই মাবুদ, তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, ও সারাজাহানের অধিপতি। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁর কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিচু আছে, তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তার আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের শেষে আয়তাল কুরসী পড়বে তাকে মওত ভিন্ন আর কিছু বেহেশতে যেতে বাধা দিতে পারবে না- অর্থাৎ সে মৃত্যুর পরই জান্নাতে যাবে। রাত্রে শয়ণকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে না পারে *(বুখারী)*।

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) ইরশাদ করেন, এমন দু'টি বাক্য আছে, যা করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে খুবই সহজ ওজন-দণ্ডের পরিমাণে খুবই ভারী বাক্য দু'টি হলো,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযিম। মহাপবিত্র আল্লাহ তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং মহাপবিত্র আল্লাহ; তিনি মহামহিম- *(বুখারী)*।

(১০)

سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰه اَللّٰهُ اَكْبَرْ لاَالٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرُ-

সুবহানাল্লাহি (৩৩ বার)। আলহামদুলিল্লা-হি (৩৩ বার)। আল্লাহু আকবার (৩৩ বার)। লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহু অয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর (১ বার) অথবা আল্লাহু আকবার ৩৪ বার)।

অর্থ: পবিত্রতাময় আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ সবচাইতে বড়। নেই কোন মাবুদ এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ ছালাতের পর উক্ত তসবীহ পড়বে তার গোনাহ যদিও দরিয়ার ফেনা সমতুল্য হয় তবুও তা মাফ হয়ে যাবে- *(মুসলিম)*।

ফরজ ছালাত শেষে ছালাতের স্থানে বসে ধীর ও স্থির চিত্তে উপরোক্ত দো'আগুলি বা আরও কিছু দো'আ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে মর্মে ছহীহ হাদীছ হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ফরজ ছালাত বা দো'আ তো সম্মিলিত মুসল্লীগণ অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও হৃদয়ের আনুগত্য দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বাণী সমূহ, তাকবীরে তাহরীমা হতে ছালাম ফিরান পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সমীপে নিবেদন করে থাকেন। এতদসত্ত্বেও ফরজ ছালাতের শেষে অনেক দো'আ পাঠের তাৎপর্য কি? আসলে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই সল্পতম। তাই মহানবী (ছাঃ)-কে ধর্ম পালনের উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, অতঃপর পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দ্বারা দায়িত্ব প্রদান করেন এবং মানুষকে তা অনুসরণ করার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ ও সঠিক আমল করাই আল্লাহ তা'আলার কাম্য।

যোহরের ফরজ ছালাত শেষে আর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত, যাকে সুন্নাতে মুত্তওয়াক্কাদাহ বলা হয়, পড়ে নিতে হবে। তা-হলেই যোহর ওয়াক্তের ছালাত শেষ হয়ে যাবে।

জুম'আর ছালাত:

শুক্রবার দিন যোহর ছালাতের স্থলে জুম'আর ছালাত আদায় করা ফরজ। যে স্থানে অন্তত: তিনজন মুসলমান আছে তাদের প্রতিও জামা'আত ও জুম'আর দু'রাক'আত ছালাত ফরজ *(বুখারী)*। দু'জন মুসলমান কোন স্থানে থাকলেও তারা একত্রে জুম'আর ছালাত আদায় করবে একজন খুৎবা দিবে ছালাত আদায় করবে। খুৎবা দিতে অপারগ হলে তারা যোহর পড়বে। কারণ জুম'আর ছালাতে খুৎবা প্রদান শর্ত। কিন্তু রুগ্ন, মুসাফির, গোলাম, মহিলা ও নাবালেগদের জন্যে জুম'আর ছালাত ফরজ নহে। জুম'আর ছালাত প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের উপর জাম'আত সহ আদায় করা (বাধ্যতামুলক) ফরজ।

জুম'আর ছালাতের মর্যাদার বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

উচ্চারণ: ইয়া আইয়্যু হাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া-লিছছলাতি মে ইয়াও মিল জুমুআতি ফাছআও ইলা যিকরিল্লাহি অ-যারুল বাই-আ যালিকুম খাইরুল্লাকুম ইনকুনতুম তা'লামুন। ফাইয়া কুজিয়াতিস ছলাতু ফানতাছিরু ফিল আরজি অবতাগু মিন ফাজলিল্লাহি অযকুরুল্লাহ কাছি রাল লা-আল্লাকুম তুফলিহুন।

অর্থ: হে মুমিনগণ! জুম'আর দিনে যখন ছালাতের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর ছালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও *(জুমু'আহ ৬২/৯-১০)*।

এই আয়াতে আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর বিশেষ হুকুম জারি করলেন যে, জুম'আর দিন যখন আযান হবে, তখন জীবিকা নির্বাহের সকল পেশার কাজ বন্ধ রেখে ছালাতের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে রওয়ানা হতে হবে। জুম'আর ছালাত আদায় ও মসজিদে গমন পর্যালোচনায়, আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেন, জুম'আর দিনে যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের নিয়তে যথাসময়ে সাধ্যমত বা

নিয়মমত পাক-সাফ হয়ে গোসল করল, ওযূ করল এবং ঘরে যা কিছু খোশব পেল তা মেখে নিয়ে মসজিদের পানে রওয়অনা হলো এবং সবার আগে পৌঁছল, সে ভাগ্যবান। তারপর সে ছালাত আদায় করল যা তার ভাগ্যে জুটল। যখন ইমাম খুৎবা শুরু করল তখন সে আদবের সহিত চুপচাপ বসে খুৎবা শ্রবণ করল। সে ব্যক্তির দু'জুম'আর মধ্যবর্তী সময়ের সব গোনহা মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক জুম'আর দিনে বললেন, হে মুসলমানগণ! আল্লাহপাক এই দিনকে ঈদ বানিয়েছেন। এই দিনে সবাই শরীর পরিষ্কার করার জন্য গোসল করবে, দাঁত পরিষ্কার করবে, কাপড় পরিষ্কার করবে এবং খোসবু লাগাবে। সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে বস, দু'জনের ঘাড় ফাঁক করে আগের কাতারে যেও না। আর খুৎবার সময় কথা বলো না, এতে গোনাহ হবে *(বুখারী, মুসলিম)*।

জুম'আর দিন মসজিদে উপস্থিতির ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্থান লাভকারী মুসল্লীগণকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পুরষ্কার প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন ফেরেশতা মুসল্লীদের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য মসজিদের দরজায় দাঁড়ান এবং সকলের নাম লিখতে থাকেন। যে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে তার নাম প্রথমে লিখা হয়। যে প্রথমে উপস্থিত হয় তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে মক্কায় হেরেম শরীফে কোরবানীর জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর (দ্বিতীয়) যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তার নাম লিখা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির সওয়াব ঐ ব্যক্তির ন্যায় , যে মক্কায় হেরেম শরীফে কোরবানীর জন্য একটি গরু পাঠায়। তারপর তৃতীয় ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করা হয়, যার সওয়াব হচ্ছে, যে মক্কায় হেরেম শরীফে কোরবানীর জন্য একটি দুম্বা পাঠায়। এরপর ফেরেশতা চতুর্থ ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করেন, যার সওয়াব হেরেম শরীফে একটি মুরগী প্রেরণের সমতুল্য। তারপরও যে মসজিদে প্রবেশ করে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে মক্কায় হেরেম শরীফে একটি ডিম পাঠায়। পরিশেষে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার প্রস্তুতি নেন, তখন ফেরেশতা তাঁর দপ্তর বন্ধ করে দেন এবং আল্লাহ্‌র যেকের (খুৎবা) শুনতে থাকেন। এ সময় আর কারো নাম লিখা হয় না- *(বুখারী, মুসলিম)*।

উপরের হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে জুম'আর দিন প্রকৃত নেকী হাসেল করতে হলে খুৎবার আগে মসজিদে পৌঁছতে হবে এবং আল্লাহ্‌র যেকেরে (ছালাতে) মশগুল হতে হবে, তাহ'লে ফেরেশতার দপ্তরে নাম লিখা হবে। জুম'আর দিন

হ'ল সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনে আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, এদিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান, এদিনে তাঁকে জান্নাত হ'তে বিদায় করেন, এদিনে তাঁর মৃত্যুও হয়। এদিনেই রোজ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিনে এমন এক অমূল্য সময় রয়েছে, সে সময় বান্দা (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সীমাভূক্ত) যেকোন দো'আ করবে তা কবুল হবে। জুম'আর সমস্ত দিনটিই আল্লাহ্‌র স্মরণের দিন *(বুখারী, মুসলিম)*।

জুম'আর ফরজ ছালাতের পূর্বে মুসল্লীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। তবে মসজিদে উপস্থিত হয়ে সকল মুসল্লী দু'রাক'আত 'তাহইয়্যাতুল মসজিদ' অবশ্যই পড়বে। অতঃপর সময় পেলে খুতবার আগে পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করতে পারবে। এমতাবস্থায় কেউ দেরী করে, অর্থাৎ খুৎবা শুরু হয়ে মসজিদে হাজির হলে, তাকে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে নিয়ে চুপচাপ বসে খুৎবা শুনতে হবে। এদিনের খুৎবার গুরুত্ব অপরিসীম।

উল্লেখ্য, প্রথম হিজরী সনে জুম'আর ছালাত ফরজ হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে জুম'আর ছালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম জুম'আর ছালাত হয় বাহরাইনের জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আব্দুল কায়স (গোত্রের) মসজিদে- *(বুখারী)*।

জুম'আ ও যোহর ছালাতের সময়সূচী প্রায় এক ও অভিন্ন। তবে জুম'আর দিন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধা ঘণ্টা পূর্বে (ডাক) আযান দেয়া হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরবর্তী খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ও হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বর্তমানের ডাক আযান ছিল না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হযরত ওসমান গণি (রাঃ) মসজিদে নববী হতে কিছু দূরে 'যাওরা' নামক বাজারে সর্বপ্রথম এই ডাক আযান প্রবর্তন করেন। বর্তমানে দেশের অনেক মসজিদে এই ডাক আযান সহ দু'আযান এবং অনেক মসজিদে পুরাতন নিয়ম এক আযানই প্রচলিত রয়েছে।

জুম'আর ইমাম বা খত্বীব মিম্বরে বসার পরে মুওয়াযযিন মসজিদের গেইটে আযান দিবে। ইমাম মিম্বরে বসার পূর্ব-মুহূর্তে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। অতঃপর আযান শেষে ইমাম দাঁড়িয়ে কুরআন ও হাদীছের বাণী দ্বারা নসিহত করবেন। খুৎবা বা ভাষণ অধিকাংশ মুসল্লীদের বোধগম্যের ভাষায় হওয়া উচিত। কারণ খুৎবার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের আধ্যাত্মিক ও আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়। ইহকালীন জীবনের পূণ্যময় স্মৃতি ও পাপরাশিকে

নিয়েই আখেরাত জীবনের সাফল্য অর্থাৎ জান্নাতের সুখবর এবং জাহান্নামের ভীতি সম্পর্কে অবহিত করাই জুম'আর খুৎবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

খুৎবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য ইমাম একবার কিছুক্ষণের জন্য বসবেন। অতঃপর খুৎবা শেষ হলে ইমাম, মোক্তাদী মুসল্লীদের সোজা সারিবদ্ধ হয়ে, পরস্পর ঘাড়ে ঘাড়ে ও পায়ে পায়ে মিলিয়ে কোন ফাঁক না রেখে দাঁড়ানর নির্দেশ দেন। কাতারের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে মুয়াযযিন ইক্বামত পাঠ করবেন এবং ইমাম যথাসময়ে তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার বলে ছালাত শুরু করে দিবেন। উল্লেখ্য যোহর ও আছর ছালাতে নীরবেই ক্বিরাআত পাঠের আদেশ রয়েছে, কিন্তু জুম'আর জন্য জোরে (সরবে) ক্বিরআত পড়তে হয়। কাজেই ইমাম তাকবীরে তাহরীমার পর সানা দো'আ পড়ে, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে (সরবে) সুরা ফাতিহা ও আরও একটি সূরা বা কুরআনের কিছু অংশ পড়ে তাকবীর বলে রূকুতে, অতঃপর সামিআল্লাহ হুলিমান হামিদাহ পড়ে দাঁড়িয়ে ক্বওমার দো'আ পড়ে সিজদায় গমনপূর্বক ধারাবাহিকভাবে দু'রাক'আত ছালাত যথানিয়মে সালাম ফিরানোর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেন। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) জুম'আর ফরজ ছালাতে 'সাব্বেহিসমা রাব্বিকাল আলা' আর 'হাল আতাকা হাদিসুল গাশিয়াহ' সূরা পড়তেন। আবার কখনও সূরা 'জুম'আ' আর সূরা 'মুনাফিকুন' পড়তেন- *(মুসলিম)*।

জুম'আর ছালাতে কোন লোক দেরীতে হাজির হয়ে জাম'আতে এক রাক'আত পেলে, সে তার সাথে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নিলেই ছালাত পুরা হবে। কিন্তু দু'রা'আতই যদি ছুটে যায় তাহলে তাকে যোহর পড়তে হবে। পরিশেষে (ফরজ ছালাত শেষে) সকল মুসল্লীর চার রাক'আত অথবা দু'রা'আত নফল ছালাত পড়া উত্তম।

আছর ওয়াক্তের ছালাতঃ

যোহর ছালাতের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেই আছর ছালাতের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ পূরাকালীন নিয়ম বা পদ্ধতি অনুযায়ী কোন বস্তুর ছায়ার একগুণ পার হওয়ার পর হ'তেই আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ পূর্ণ হলে শেষ হয়। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যেও আছরের ছালাত আদায় করা জায়েয আছে।

আছর ওয়াক্তের ছালাতের প্রকৃত সময় নিয়ে বর্তমান সমাজে অনেক মতভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু ছহীহ হাদীছের অনুসরণেই উক্ত সময়সূচী নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছণীয়। আছর ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ)

যখন আছরের ছালাত আদায় করতেন, সূর্য কিরণ তখনও তাঁর কামরার মধ্যে থাকত *(বুখারী)*।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন সময় আছরের ছালাত আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও (আকাশের) অনেক উপরে থাকত। সুতরাং পথচারী বা গমনকারী মদীনার (উপকণ্ঠে) আওয়ালীর দিকে যাত্রা করত এবং সেখানকার লোকদের কাছে পৌঁছার পরও সূর্য (আকাশের) অনেক উপরে থাকত। অথচ মদীনার (উপকণ্ঠে অবস্থিত) আওয়ালী নামক জায়গার কোন কোন অংশ মদীনা হতে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত *(বুখারী)*।

আছর ওয়াক্তে চার রাক'আত ফরজ ছালাত আদায়ের আদেশ রয়েছে। এখানে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কেউ সময়ের পূর্বাহ্নে মসজিদে উপস্থিত হয়ে দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ ছালাত আদায় করতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে চার রাক'আত সুন্নাতও পড়তে পারে। কিন্তু চার রাক'আত ফরজ ছালাত আদায়ের পর আর কোন সুন্নাত বা নফল পড়ার বিধান নেই। তবে কাযা ছালাত আদায় করতে পারবে।

আছর ওয়াক্তের ছালাতের সময়সূচী নিয়ে সমাজে অনেক মতভিন্নতা রয়েছে (আজও)। কিন্তু উপরোল্লেখিত হাদীছের মর্মার্থ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ীও বহু ঈমানদার ও মুমিন বান্দারা আওয়াল ওয়াক্তেই আছরের ছালাত আদায় করে থাকে। সুতরাং সামাজিক, আঞ্চলিক বা মাজহাব জনিত সমস্যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলাকা ভিত্তিক মসজিদগুলিতে কিছু আগে ও পরে আছর ছালাতের আযান প্রচারিত হয়। আযান প্রচারের ক্ষেত্রে যোহর বা আছর ওয়াক্তের আযানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই আযান প্রচারের পর নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায়ের জন্য মুসল্লীগণ মসজিদে সমবেত হন। অতঃপর ইমাম সাহেব সামনে তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের কাতার সোজা করে পরস্পরকে মিলিতভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

আছর ওয়াক্তের চার রাক'আত ফরজ ছালাত এবং পূর্বের যোহর ওয়াক্তের চার রাক'আত ফরজ ছালাত আদায়ের (বাস্তবায়নের) ক্ষেত্রে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক কোন প্রভেদ নেই। শুধু নিয়ত, ইচ্ছা বা সংকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদী মুসল্লীগণ সকলেই আছরের চার রাক'আত ছালাত আদায়ের নিয়তে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। অতঃপর

মুয়াযযিন ইকামত পাঠ করবেন। ইকামত পাঠ শেষ হলেই ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার বলে বুকে হাত বেঁধে ছালাত শুরু করেন।

আগেই বলেছি, যোহর ওয়াক্তের চার রাক'আত ফরজ ছালাত ও আছর ওয়াক্তের চার রাক'আত ফরজ ছালাত আদায়ে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমার পর যোহর ছালাতের মতই (হুবহু) প্রথম হতেই সানা, সূরা, রূকু, সিজদা, দো'আ, তাশাহুদ, দরূদ ইত্যাদি সহ আন্তরিকভাবে শারীরিক অনুশীলনগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করে সালাম ফিরানোর মধ্য দিয়ে চার রাক'আত আছর ছালাত সমাপ্ত করেন বা করবেন।

অতঃপর যোহরের ফরজ ছালাত শেষে পাঠ করার জন্যে যে দো'আগুলি লিপিবদ্ধ আছে, তা সকল ফরজ ছালাত শেষে পাঠ করার জন্যেই নির্ধারিত। সুতরাং আছরের ফরজ ছালাত শেষেও ঐ দো'আগুলিই পাঠ করতে হবে। তবে এগুলি ছালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, অতিরিক্ত দো'আ। কোন কারণে পাঠ করতে না পারলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

মাগরিব ওয়াক্তের ছালাতঃ

সূর্য অস্তমিত হলেই মাগরিব ছালাতের সময় শুরু হয়ে যায় এবং পশ্চিম আকাশের লাল আভা থাকা পর্যন্ত উহার সময় থাকে। সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূর্য যখন পর্দার আড়ালে চলে যেত অর্থাৎ অস্তমিত হত, তখন আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিব ছালাত আদায় করতাম *(বুখারী)*।

অপর এক হাদীছে রাফে ইবনে খাদীজের আযাদকৃত গোলাম আতা ইবনে সুহাইব (রাঃ) বলেছেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজকে বলতে শুনেছি যে, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত এমন সময় আদায় করতাম যে, আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ ফিরে এসে (তীর নিক্ষেপ করত এবং) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখতে পেত *(বুখারী)*।

মাগরিব ওয়াক্তে প্রথমে তিন রাক'আত ফরজ ছালাত পড়তে হয় এবং ফরজ শেষে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তে হয়। সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে মুয়াযযিন পূর্ব নিয়মে অর্থাৎ যোহর ও আছরের ন্যায় আযান প্রচার করবেন। অতঃপর ফরজ ছালাত আদায়ের জন্য মুসল্লীগণ সমবেত হলে ইমাম সাহেব সামনে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের কাতার সোজা করে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। এরপর মুয়াযযিন ইকামত পাঠ করেন। ইকামত শেষ হলেই ইমাম কাঁধ বরাবর দু'হাত উত্তোলন করে তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার বলে বুকে হাত বেঁধে ছালাত শুরু করেন।

উল্লেখ্য মাগরিবের তিন রাক'আত ফরজ ছালাতে প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ক্বির'আত জোরে বা সরবে পড়তে হয়। সুতরাং প্রথম রাক'আতে ইমাম ছানা পাঠের পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে সরবে সূরা ফাতিহা পাঠ শুরু করবেন এবং এ সূরা পাঠ শেষ হলে ইমাম ও মুক্তাদীগণ সকলেই জোরে বা সরবে আমীন (উচ্চারণ করবেন) বলবেন। অতঃপর ইমাম আর একটি সূরা সরবে পাঠ শেষ করে পূর্ববর্তী ছালাতের নিয়ম অনুযায়ী রূকু, সিজদা, দো'আ ইত্যাদি দ্বারা প্রথম রাক'আত শেষ করে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবেন এবং প্রথম রাক'আতের অনুরূপ দ্বিতীয় রাক'আতও শেষ করবেন।

দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর নিয়ম অনুযায়ী বৈঠক করার জন্য ইমাম ও মুক্তাদীগণ বসে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে) পাঠ করবেন। অতঃপর তৃতীয় রাক'আত ছালাত পড়ার জন্য ইমাম তাকবীর পাঠ করে উঠে দাঁড়াবেন এবং নীরবে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নীরবেই শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন এবং রূকু, দো'আ, সিজদা ইত্যাদি মাধ্যমে তৃতীয় রাক'আতও শেষ করবেন। এভাবে মাগরিবের তিন রাক'আত ফরজ ছালাত সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর ফরজ ছালাত শেষে পঠিতব্য দো'আ সম্পর্কে যোহর ছালাত অধ্যায়ে উল্লেখিত দো'আগুলি যতটুকু পারা যায় পড়তে হবে। অতঃপর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়তে হবে। এ দু'রাক'আত ছালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবী করীম (ছাঃ) এ দু'রাক'আত ছালাত নিয়মিত পড়তেন এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এশার ওয়াক্তের ছালাতঃ

মাগরিবের ছালাতের সময় শেষ হয়ে গেলেই এশার ছালাতের সময় আরম্ভ হয়ে যায় এবং অর্ধরাত্রি পর্যন্ত উহার সময় থাকে। তবে মসজিদ ভিত্তিক লোকদের সুবিধা অনুযায়ী রাত্রির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে পড়াই সর্বোত্তম।

ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক সময় দেরী করে এশার ছালাত আদায় করতেন এবং লোকদের বলতেন, 'জেনে রাখ যতক্ষণ তোমরা ছালাতের জন্য অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ ছালাতের অবস্থায় ছিলে। তবে লোকের উপস্থিতি বেশী হলে তিনি তাড়াতাড়ী করে এবং কম লোক উপস্থিত হলে দেরী করে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী)*।

বর্তমানে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্যের সাথে সম্পর্ক রেখে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় ঘড়ির সময়ানুযায়ী নির্ধারণ করে থাকেন। কাজেই মুয়াযযিন তাঁর এলাকার সময়মত এশার ছালাতের আযান প্রচার করেন।

এশার ওয়াক্তে প্রথমে চার রাক'আত ফরজ, তারপর দু'রাক'আত সুন্নাত ও এক বা তিন বা পাঁচ বা সাত কিংবা নয় রাক'আত বেতর ছালাত আদায় করতে হয়।

সুতরাং আযান প্রচারের পর মুসল্লীগণ ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হলে, ইমাম যথানিয়মে মুসল্লীদের কাতার সোজা করে আদবের সাথে দাঁড়াতে বলেন। মুয়াযযিন ইকামত দেন। অতঃপর ইমাম পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার বলে ছালাত আরম্ভ করেন। এশার চার রাক'আত ফরজ ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে কেরাত জোরে (সরবে) পড়তে হয়। পরের দু'রাক'আতে নীরবে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া হয়। ছালাত শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ সানা, ক্বিরআত, রূকু, সিজদা, ক্বওমা, তাশাহুদ, দরূদ, দো'আ মাছুরা, সালাম ফিরান ইত্যাদির ধারাবাহিকতা পূর্ববর্তী ওয়াক্তের ছালাতের অনুরূপই হবে। এভাবে এশার চার রাক'আত ফরজ ছালাত শেষ হলে কিছুক্ষণ বসে একাগ্রচিত্তে পূর্ব নিয়মেই মাগফেরাতের দো'আসমূহ পড়া হয়।

ফরজ ছালাত শেষে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী কেউ মসজিদে আবার কেউ বাড়ীতে গিয়েও পড়ে নিতে পারবে। সুন্নাত ছালাতের পর অবশিষ্ট বেতর ছালাতও অবশ্যই পড়তে হবে। তবে যারা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করেন, তাঁরা রাতের শেষাংশে আট রাক'আত তাহাজ্জুদ পড়ার পর এক বা তিন রাক'আত বেতর পড়ে থাকেন। অবশ্য যাঁরা রাতের ছালাত তাহাজ্জুদ পড়েন না তাঁরাও রাতের শেষাংশে বেতর পড়ে নিতে পারবেন। অথবা এশার ফরজ ছালাত পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ার পরপরই বেতর ছালাত পড়তে পারেন। এশার চালাত শেষ করে বিনা প্রয়োজনে কোন কথাবার্তা বা গল্প-গুজব না করাই উত্তম। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার ছালাতের পর কথাবার্তা বা গল্প-গুজবকে অপছন্দ বা মাকরূহ মনে করতেন *(বুখারী)*।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাত:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ফরজ ছালাতের পর যত প্রকার ছালাত আছে তার মধ্যে সবার হতে রাতের ছালাত উত্তম। রামাযান মাসের তারাবীহ ও অন্যান্য মাসের তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। শুধু রামাযান মাসে তারাবীহ হিসাবে এশার ছালাতের পর জাম'আতবদ্ধভাবে এক মাস এই ছালাত আদায় করা হয় এবং তারাবীহ শেষে বেতর পড়া হয়। নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণিত

হাদীছে পাওয়া যায়, তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আট রাক'আত এবং বেতর তিন রাক'আত সহ মোট এগার রাক'আত ছালাত তিনি প্রায়ই পড়তেন। তাই আমরা তাঁর আদর্শের অনুসরণে রামাযান মাসে আট রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বেতর সহ মোট এগার রাক'আত পড়ে থাকি। অন্যান্য মাসেও যারা এই (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায় করেন, তারা এগার রাক'আতই পড়ে থাকেন।

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ), নবী করীম (ছাঃ)-এর রাতের ছালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাত বাদে ফজরের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত এগার রাক'আত পড়তেন। তিনি দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাতেন। চার রাক'আত পড়ে বিশ্রাম নিতেন এবং খুব সুন্দরভাবে দীর্ঘ করে পড়তেন। তারপর তিনি তিন রাক'আত বেতর পড়তেন, মোট এগার রাক'আত পড়তেন। তবে কোন কোন সময় বেশীও পড়েছেন, ফলে তা মোট তের রাক'আত হয়েছে। আবার কখনও নয় রাক'আত এবং কখনও সাত রাক'আত পড়েছেন এবং খুব সুন্দর ও দীর্ঘায়িত করে পড়েছেন। আল্লাহ্‌র হাবীব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে আমল আল্লাহ্‌র ভয়ে আন্তরিকভাবে নিয়মিত পালন করা হয়, তা কম হলেও ঐ আমল আল্লাহ্‌র নিকট খুবই প্রিয় *(বুখারী, মুসলিম)*।

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রিয় উম্মতগণের অবগতির জন্য আরও বলেছেন যে, রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে শেষ অংশে মহান আল্লাহপাক পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তিনি বান্দাদের ছালাতের মাধ্যমে (তাদের) আশা আকাংখা পুরণের পুরোপুরি আশ্বাস দেন। এই বাণীর সমর্থনে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহান ও কল্যাণময় আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, 'কে এমন আছ যে আমাকে ডাকতে চাও? (ডাকো) আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে এমন আছে, যে আমাকে নিজের অভাব জানিয়ে তা দূর করার জন্য প্রার্থনা করতে চাও? প্রার্থনা কর, আমি তাকে প্রদান করব এবং কে এমন আছ, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও? ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব- *(বুখারী)*।

উপরের আলোচনার শেষোক্ত হাদীছটিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাতের ছালাত বা তাহাজ্জুদ ছালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথায় এসেছে। তাহাজ্জুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় প্রশান্তিময় পবিত্র ইবাদত। ইহাতে রয়েছে ভবিষ্যতের

(আখেরাতের) অনেক আশা আকাংখার পবিত্র প্রতিফলন। এখানে ভয়-ভীতিসহ হৃদয়ের সকল চিত্র আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদিত হয়। যেকোন জানা অজানা, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ছোট-বড় সকল পাপ ও ভুলের মুক্তির জন্য দো'আ করা হয়। আসন্ন মৃত্যুর প্রস্তুতি, কবরের ভয়াবহ নক্সা, মুনকির-নাকিরের সওয়াল জওয়াব এসব কিছু (নিভৃতে) একজন আল্লাহ্‌র পথের পথিককে অনুতপ্তে বিগলিত করে পরিশুদ্ধির পথে সাহায্য করে এবং এ সময় মাগফেরাতের আশায় অশ্রু বিগলিত আত্মায় লুটিয়ে পড়ে মহাপ্রভূ আল্লাহ্‌র পদতলে। মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ সবকিছু দেখেন শোনেন ও সত্যিকারের প্রার্থীর প্রার্থনা পুরণ করেন।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এ দু'টিই এক ও অভিন্ন নফল ছালাত। তারাবীহ প্রধানত সন্ধ্যা রাতেই এশার ছালাতের পর পড়া হয় এবং তাহাজ্জুদ রাতের শেষভাগে পড়া হয়। রামাযান মাসে প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত শেষে বেতর পড়তে হয়। বেতর ছালাতে দো'আ কুনুত পড়া সুন্নাত। বেতর ছালাতের শেষ রাক'আতে রূকু হতে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দো'আ কুনুত পড়তে হয়। হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনুত পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়েছেন-

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مِنْ وَّالَيْتَ، وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِىِّ–

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া আফিনী ফীমান আ-ফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিকলী ফীমা আত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শাররা মা কাযায়তা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা ইয়ুকযা আলায়কা, ইন্নাহু লাইয়াযিল্লু মাও ওয়ালায়তা, ওয়া-লা-ইয়া ইযযু মান আ-দায়তা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তা আলায়তা, ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাতুবু এলায়কা, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান-নাবী।

অর্থ: হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি হেদায়েত করেছেন, তাদের মত আমাকে হেদায়েত করুন, আর যাদেরকে আপনি মাফ করেছেন, তাদের মত আমাকেও মাফ করে দিন। আপনি যাদের অভিভাবক হয়েছেন, তাদের মত আমারও অভিভাবক হয়ে যান.... আমাকে যা দান করেছেন তাতে বরকত দিন। আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তার ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনি হুকুম দাতা, আপনার উপর হুকুমদাতা কেউ নেই। আপনি যাকে ভালবাসেন কেউ তাকে অপমান করতে পারে না, আর আপনি যাকে অসম্মানিত করেন, সে কোন দিন সম্মান পেতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক? আপনি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তওবা করছি। আল্লাহ তাঁর নবীর উপর রহমত বর্ষণ করুন- *(আবুদাঊদ)*।

দো'আ কুনুত পাঠ করে সিজদায় যেতে হবে, সিজদাহ শেষে শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরান হলে বেতর ছালাত শেষ হবে। আর সেই সঙ্গে রাতের ছালাতও শেষ হবে।

ফজর ওয়াক্তের ছালাত

ইতোমধ্যে দিবারাত্রির পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই মোতাবেক ফজরের নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সুবহে সাদেকের পরে ফজর ছালাতের আযান প্রচার করা হয়। ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এই আযানের সুমধুর আহ্বান মুসলিম নর-নারীর হৃদয়ে আবেগময় পরিবেশের সঞ্চার করে। ফলে ঈমানদার আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং ছালাত আদায়ের জন্য পাক পবিত্র হয়ে ওযূ করে মসজিদে গমন করে।

উল্লেখ্য ফজর ওয়াক্তের প্রথমে বা আগে দু'রাক'আত সুন্নাত ও পরে দু'রাক'আত ফরজ পড়তে হয়। কাজেই মুসল্লীগণ মসজিদে এসে প্রথমে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে ফরজ ছালাতের জামা'আতের জন্য অপেক্ষা করে। অতঃপর জামা'আতের সময় হয়ে গেলে ইমাম ও মুয়াযযিন দাঁড়ায়ে সকল মুসল্লীকে সোজা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বলবেন। (এসময় কোন মুসল্লী মসজিদে উপস্থিত হলে সে সুন্নাত না পড়েই ফরজ ছালাতে শরীক হয়ে যাবে। ফরজ ছালাত শেষে সুন্নাত পড়ে নিবে)। এরপর মুয়াযযিন ইকামত দিবেন, ইকামত শেষে ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে ছালাত শুরু করবেন।

ছালাত অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম কাজ নিয়ত। নিয়ত অর্থ ইচ্ছা, আশা, আকাংখা, সংকল্প, পরিকল্পনা ইত্যাদি। সকল ভাল কাজের জন্য নিয়ত করা প্রিয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিধান। নিয়ত সম্পূর্ণরূপে অন্তর বা হৃদয়ের গোপন বিষয়। এ জন্যে ছালাতের ক্ষেত্রে মৌখিক সশব্দে কোন নিয়তের প্রয়োজন হয় না। হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে কিবলামুখী হয়ে তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার উচ্চ সম্মানিত ধ্বনির দ্বারা ছালাত আরম্ভ করা হয়। পূর্ব আদায়কৃত ছালাতের ন্যায় এখানেও ইমাম ও মোক্তাদীগণ উভয়েই ছানা বা প্রশংসার দো'আ পড়বেন। অতঃপর ইমাম সাহেব আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা সরবে পড়বেন। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে মাগরীব, এশা ও ফজর এই তিন ওয়াক্তের ছালাতে ক্বিরআত জোরে বা সরবে পড়তে হয়। তাই সরবে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করে ইমাম ও মোক্তাদী উভয়কেই (পূর্ব নিয়মে) সশব্দে 'আমীন' বলতে হবে। ইহাও নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি উৎকৃষ্ট আমল। অতঃপর ইমাম সাহেব পুনরায় বিসমিল্লাহ পড়ে আরও যেকোন একটি সূরা বা পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ শেষ করে রূকু করবেন ও দো'আ পড়বেন। রূকুর পর সামিআল্লাহুলিমান হামিদা দো'আর মাধ্যমে উঠে দাঁড়াবেন ও দো'আ পাঠ করে তাকবীর বলে সিজদায় যাবেন, সিজদায় দো'আ পড়ে তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে বসবেন এবং দো'আ পড়ে পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় যাবেন এবং সিজদার দো'আ পড়া শেষ করে তাকবীর বলে উঠে বসবেন, একটু স্থির হয়ে বসে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াবেন।

দ্বিতীয় রাক'আতে ছানা ও তাকবীরে তাহরীমা বাদ দিয়ে ইমাম সাহেব হুবহু পূর্ব নিয়মে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করবেন। যেহেতু ফজর ওয়াক্তে ফরজ ছালাত দু'রাক'আত, কাজেই দু'রাক'আত পড়েই শেষ বৈঠক করতে হবে। অর্থাৎ তাশাহুদ আত্তাহিয়াতু, দরূদ শরীফ, দো'আ মাছুরা ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাতে হবে, একই সঙ্গে মোক্তাদীগণও ঈমামের অনুসরণ করবে।

ইমামের অনুসরণ প্রসঙ্গে এক হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এক্তেদা বা অনুসরণের জন্যই ইমাম নিয়োগ করা হয়। সুতরাং তাঁর সাথে বা তাঁর ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ো না। তিনি রূকু করলে রূকু করো এবং তিনি (রূকু থেকে মাথা উঠিয়ে) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বললে, তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আর ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাবে *(বুখারী)*।

অপর এক হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, লোকেরা যদি জানত প্রথম ওয়াক্তে (সময় হওয়া মাত্রই) ছালাত আদায় করার কত মর্যাদা, তাহলে প্রতিযোগিতা করত। তারা যদি জানত 'এশা ও ফজর ছালাত জামা'আতে আদায় করার মর্যাদা কত তাহলে তারা হামাগুরি দিয়ে হলেও অবশ্যই জামা'আতে হাজির হত। আর জামা'আতের প্রথম সারিতে ছালাত আদায় করার মর্যাদা সম্পর্কে যদি তারা জানত তাহলে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য লটারী করতে বাধ্য হত *(বুখারী)*।

যেহেতু ফজর ওয়াক্তের ফরজ ছালাত শেষে কোন সুন্নাত ছালাত নেই, কাজেই সালাম ফিরানোর মধ্য দিয়েই ফজরের ছালাত শেষ হয়ে যায়। অতঃপর (জায়নামাজে বা ছালাতের জায়গায়) কিছুক্ষণ বসে ফরজ ছালাত শেষের দো'আগুলি সবিনয়ে পাঠ করা উত্তম। তবে যারা ফরজ ছালাত আরম্ভের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তে পারেনি, তারা ফরজ ছালাত শেষে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে নিতে পারবে বা তা অবশ্যই পড়বে।

ছালাতই শ্রেষ্ঠ দো'আ

আলোচনার প্রথমেই জেনেছি ছালাতের বাংলা অর্থ দো'আ, প্রার্থনা, মুনাজাত ইত্যাদি। অতঃপর দো'আ বা প্রার্থনা সমূহের মাধ্যমে ক্ষমা, দয়া, রহমত, অনুগ্রহ, অনুশোচনা, একতা, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, ভাতৃত্ব, নেতৃত্ব, আনুগত্য, বিনয়, নম্রতা, আদব-কায়দা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয়গুলি অনায়াসে উহার (ছালাতের) অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

মানব জীবনে তথা ধর্মীয় জীবন প্রবাহে দো'আর কোন শেষ নেই। বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বা প্রতিটি কাজের দো'আ আছে। এ দো'আগুলির শতভাগ জানা ভাল, কিন্তু তা ভাল জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও কঠিন। অবশ্য ছালাতের দো'আ ও অন্যান্য দো'আর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে এবং ছালাতের মৌলিক দো'আগুলি অবশ্যই জানতে হবে বা শিখতে হবে। নইলে বিশুদ্ধ ছালাত আদায় সম্ভব হবে না। যেমন তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার হতে শুরু করে ছানার দো'আ, পবিত্র কুরআন হতে সূরা ফাতিহাসহ আরও কিছু অংশ পাঠ, রূকুর দো'আ, রূকু হতে দাঁড়ানোর দো'আ, সিজদার দো'আ, তাশাহুদ, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ পাঠ, দো'আ মাছুরা, সালাম ফিরান ইত্যাদি দো'আগুলি অবশ্যই ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উচ্চারণ তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দ্বারা

ছালাত আরম্ভ, বিনীতভাবে দাঁড়ান ও ছানা পাঠ, অতঃপর কুরআনের শ্রেষ্ঠাংশ বা শ্রেষ্ঠ আবেদন সূরা ফাতিহা ও আরও আল্লাহ্র প্রশংসার বাণী পাঠ, বার বার তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে রূকু, সিজদা বা ওঠা বসা ইত্যাদির বাস্তব বিনয়াবণত অবস্থা ও বিভিন্ন অবস্থায় ক্ষমা ও মাগফেরাতের দো'আ ছালাতের অভ্যন্তরস্ত মহিমা, মাহাত্ম্য, তাৎপর্যকে এক সীমাহীন আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যে রূপান্তরিত করে তোলে।

আল্লাহ প্রদত্ত এই অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক বাধ্যতামূলক বিধানের জন্যে যে বিনিময় বা প্রতিদান রয়েছে তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না বা জানা সম্ভবও নয়। তবে এ বিষয়ে তাঁর অবতীর্ণ অহি সমূহ হতে অনেক কিছু জানা যায়। আল্লাহ্র বিশ্বাসী বান্দাগণ তাঁর অবতীর্ণ অহি কুরআনে দৃঢ় বিশ্বাসী ও অধ্যাবসায়ী। পবিত্র কুরআনে ছালাত বা দো'আ সম্পর্কিত প্রায় শতাধিক আয়াত রয়েছে, এগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খুবই সম্মানজনক, উন্নত, হৃদত্যতাপূর্ণ, অভ্যর্থনামূলক, আহবাণমূলক, শিক্ষণীয়, বন্ধুত্বসুলভ, ক্ষমাশীল, দয়াশীল, সত্যময়, প্রেমময় প্রভৃতি সম্মানজনক বাক্যাবলীর সমাহার। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে অধিক আলোচনা সমালোচনার চাইতে গভীর আত্মবিশ্বাসই সর্বোত্তম কর্তব্য।

কারণ আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ছাড়া কোন ইবাদাতই কবুল হবে না। আর ছালাত তো স্বয়ং আল্লাহ্র সঙ্গে কথোপকথন। ইসলাম ধর্মের ও ছালাতের শ্রেষ্ঠ বাস্তবায়ণকারী নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বাণীতে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন, যে হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়াবে, সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে ছালাতে থাকে, আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলে। আর ডান দিকেও না, কেননা ডান দিকে ফেরেশতা থাকে। বরং বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলবে। তারপর তা মাটি চাপা দিবে *(বুখারী)*।

অপর এক হাদীছে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একবার কেবলার দিকে কফ দেখলেন। তিনি সেটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন এবং এ কাজটিকে অপছন্দ করার দরুন তাঁর চেহেরায় অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ালে, সে তার প্রভূর সঙ্গে কথা বলে। অথবা তিনি বলেছেন, তাঁর ও কেবলার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই সে যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে

থুথু ফেলে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের খুঁটনিয়ে তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে *(বুখারী)*।

দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে (১৭) সতের রাক'আত ফরজ, (১০/১২) দশ/বার রাক'আত সুন্নাত এবং (১/৩) এক বা তিন রাক'আত বেতরসহ মোট প্রায় (৩০) ত্রিশ রাক'আত ছালাত পড়তে হয়। তাকবীর পড়ে ছালাত শুরু করে (৩০) ত্রিশ রাক'আতেই প্রথমে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ দো'আ সূরা ফাতিহা দ্বারা আবেদন শুরু করা হয় এবং এতদসঙ্গে কুরআনের আরও সহজ জানা অংশ আবেদন নিবেদনরূপেই পড়তে হয়। ত্রিশ রাক'আতে ১৬৬ বার তাকবীর, ত্রিশবার রূকু ও ষাটবার সিজদা সহ মোট নব্বই বারে (৯০×৩=২৭০) কমপক্ষে দু'শত সত্তর বার অবণত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত রূকু হতে দাঁড়ানোর সময় ও সিজদা হতে উঠে বসেও আল্লাহ্র প্রশংসা ও ক্ষমার দো'আ পড়া হয়। রাতের বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারীরা তো আরও বিশেষভাবে ক্ষমার বা মুক্তির দো'আ করে থাকেন। ছালাতের অভ্যন্তরে এসব আবেদন নিবেদন ও ক্ষমা প্রার্থনাগুলি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এগুলির মধ্যে আন্তরিকতা, পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও সঠিকত্ব ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব নয়। অর্থাৎ ছালাতে আল্লাহ্র নির্দেশিত ও রাসূলের অনুসৃত সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। তাই তিনি স্বয়ং ছালাত আদায়ের সময় বান্দার সঙ্গে থাকেন বা তা প্রত্যক্ষ করেন এবং ছালাতের দো'আর মাধ্যমেই বান্দার পাপ ক্ষমা করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বাণী দ্বারা বান্দার ক্ষমার বিষয়গুলি পুনঃপুনঃ অবহিত করা হয়েছে এবং ব্যর্থতার কথাও বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى– وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى–

'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর ছালাত আদায় করে' *(আল-আলা ৮৭/১৪, ১৫)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ– الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ–

'মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়-নম্র' *(আল-মুমিনুন ২৩/১, ২)*।

আরও সাফল্যের সুসংবাদ হ'ল-

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ- أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ-

'যারা তাদের ছালাত সমূহের খবর রাখে, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে' *(আল-মুমিনুন ২৩/৯-১০)*।

বিশ্বাসী বান্দাদের উৎসাহ বৃদ্ধির প্রয়াসে মহান আল্লাহ বলেন, 'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথা শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী' *(তাওবাহ ৯/৭১)*।

প্রকৃত ছালাত আদায়কারীদের আত্মতৃপ্তির জন্যে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশে বলা হয়েছে, 'যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ' *(রা'দ ১৩/২২)*।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তারা ছালাতেও বিশ্বাসী নয়, ভাল কাজেও বিশ্বাসী নয়। এদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ন্যায়বিচারক আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী, কিন্তু ডান দিকস্থরা, তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে আমরা ছালাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম, আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত' *(মুদ্দাসসির ৭৪/৩৮-৪৭)*। যারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করেনা, অন্তর্যামী আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, 'অতএব দূর্ভোগ সে সব ছালাতীর, যারা তাদের ছালাত সমন্ধে বে-খবর, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে' *(মাউন ১০৭/৪-৬)*।

মানুষের পরকালীন মুক্তির জন্য ছালাতই শ্রেষ্ঠ ইবাদাত এবং শ্রেষ্ঠ দো'আও। কারণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছে ছালাতের শ্রেষ্ঠত্বের পর্যাপ্ত সংবাদ রয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উপস্থাপন করা হল মাত্র। একই সঙ্গে ছালাত অমান্যকারীও অবহেলাকারীদেরও তাদের পরিণতির সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ছালাত বা দো'আর আভ্যন্তরীণ গুরুত্বকে অমান্য, অবহেলা, অবজ্ঞা বা

কলা-কৌশল করে ছালাতের নামে অন্য পন্থা অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত প্রার্থনাকারীকেই ভালবাসেন, আর প্রকৃত প্রার্থনা হল ছালাত। অর্থাৎ ছালাতই হল শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা বা দো'আ।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছের কয়েকটি দো'আ

নবী রাসূলগণ এবং অতীতের মুমিন মুসলমানগণ সর্বদাই আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন। তাদের প্রার্থনার দো'আগুলি উম্মতে মুহাম্মাদীর অবগতির ও অনুসরণের জন্যে পবিত্র কুরআনে অহী রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতের কল্যাণের জন্যে হাদীছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দো'আ রেখে যান। উক্ত দো'আগুলির উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি পেশ করা হলো-

(১) পবিত্র কুরআনের দো'আ-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুণ' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

(২) رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً 'হে আমাদের পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের (মাতা-পিতা) প্রতি রহম করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বণী ইসরাঈল ১৭/২৪)*।

(৩) হযরত আদম (আঃ) বিপদাপন্ন হয়ে নিম্নোক্ত দো'আ করেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের আত্মার প্রতি অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

(৪) ইবরাহীম (আঃ) পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে ও মুমিনদের প্রার্থনায় বলেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء-

'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দো'আ কবুল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমেনীনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কয়েম হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪০)*।

(৫) আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً 'বলুন! হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন' *(ত্বোয়া-হা ২০/১১৪)*।

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

(৬) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুণ ও আমাদের প্রতি রহম করুন *(মুমিনুন ২৩/১০৯)*।

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

(৭) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুণ *(আল-ইমরান ৩/১৬)*।

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ-

(৮) হে পরওয়ারদেগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনারই, আমাদিগকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুণ। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন তাকে চির অপমাণিত করলেন। আর যালেমদের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার উপর ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের সকল গুনাহ মাফ

করুন এবং আমাদের সকল দোষ-ক্রটি দুর করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে *(আল-ইমরান ৩/১৯১-১৯৩)*।

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً

(৯) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন *(কাহফ ১৮/১০)*।

হাদীছের দো'আঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَا بَانلنَّارِ-

(১) হে আল্লাহ! আমাদেরকে 'ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান *(বুখারী, মুসলিম)*।

(٢) اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَةَ فِى الدُّنْيَا وَلْاَخِرَةِ-

(২) হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ইহকাল ও পরকালের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

(٣) اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

(৩) হে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করুন, পরহেযগারিতা দান করুন, নৈতিক পবিত্রতা দান করুন এবং সামর্থ্য দান করুন *(মুসলিম)*।

(٤) اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَفَاعْفُ عَنِّىْ-

(৪) হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা ভালবাসেন, আমাকে ক্ষমা করুন *(মুসলিম, মিশকাত)*।

(٥) اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

(৫) আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দিকে ফিরে যাই *(বুখারী)*।

(٦) بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَفِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

(৬) আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের সাথে যমীন ও আসমানে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা *(তিরমিযী, আবুদাঊদ)*।

(٧) لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ–

(৭) আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, আর তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান *(বুখারী, মুসলিম)*।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে ছালাতে পাঠের উপযোগী এবং জীবনের অনন্য ক্ষেত্রে পঠিতব্য বহু দো'আ রয়েছে। ছহীহ দো'আ শিক্ষার বইগুলি হ'তে সহজেই তা সংগ্রহ করা সম্ভব।

ছালাতে ভুল ও সহো সিজদাহ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন ছালাতের জন্য ইক্বামত বলা হয়, তখন আবার দুরে সরে যায়। ইক্বামত শেষ হলে, সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলি সে স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাক'আত ছালাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না। তাই তোমরা কেউ তিন রাক'আত বা চার রাক'আত ছালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় (সালাম ফিরানোর পূর্বে) দু'টি সিজদা করবে *(বুখারী, মুসলিম)*।

অন্য এক হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সন্ধ্যাকালীন দু'টি ছালাতের একটি আদায় করলেন। মুহম্মদ বর্ণনা করেছেন, আমার দৃঢ় ধারণা যে,

তাছিল আশরের ছালাত। তিনি দু'রাক'আত ছালাত পড়েই সালাম ফিরালেন এবং মসজিদের সম্মুখের দিকে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সেটির উপর নিজের হাত রাখলেন। আবুবকর ও ওমর সেখানে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর [নবী (ছাঃ)] সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়াকারী লোকগুলো দ্রুত বেরিয়ে পড়ে বলা শুরু করল, ছালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাকে নবী (ছাঃ) যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন সে বলল, (হে আল্লাহ্‌র রাসূল) আপনি ভূল করলেন, নাকি ছালাতই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তিনি [নবী (ছাঃ)] বললেন, আমি ভূল করি নাই কিংবা ছালাতও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। তিনি (যুল-ইয়াদাইন) বললেন হাঁ, আপনি ভূল করেছেন। তাই তিনি [নবী (ছাঃ)] পুনরায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ছালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে আবার তাকবীর বললেন ও মাথা মাটিতে স্থাপন করলেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন *(বুখারী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) ছালাত পড়লেন। রাবী ইবরাহীম বলেন, আমি জানি না, তিনি ছালাতে কিছু কমবেশী কচ্ছিলেন কিনা? তিনি ছালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ছালাতে নতুন কিছু ঘটেছে কি? তিনি বললেন, তা কি? তারা বলল, আপনি এত এত ছালাত পড়েছেন। একথা শুনে তিনি পা দু'টো ঘুরিয়ে কেবলামুখী হয়ে দু'টো সিজদা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, যদি ছালাতে কিছু ঘটে, তাহলে তা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বলব। কিন্তু আমি তোমাদের মত মানুষ। আমার তোমাদের মত ভূল হতে পারে। যদি আমার ভূল হয় মনে করিয়ে দিবে এবং তোমাদের যদি কারুর ছালাতের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে সে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবন করে এবং সেই অনুযায়ী ছালাত পূর্ণ করে ছালাম ফিরায়। তারপর সে যেন দু'টি সিজদা করে *(বুখারী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার নবী (ছাঃ) যোহরের পাঁচ রাক'আত ছালাত পড়ালেন। লোকেরা বলল, ছালাত কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা কিরূপ? লোকেরা বলল, আপনি পাঁচ রাক'আত

ছালাত পড়েছেন। আব্দুল্লাহ বলেন, একথা শুনে তিনি পা ঘুরিয়ে অর্থাৎ কেবলামুখী হয়ে দু'টো সিজদা করলেন *(বুখারী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কোন এক ছালাত পড়ালেন। তিনি দু'রাক'আত পড়ে না বসেই (তাশাহুদ না পড়েই) উঠে পড়লে লোকেরাও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াল। ছালাত শেষ হয়ে আমরা তাঁর সালামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি সালামের পূর্বে তাকবীর বলে বসে বসে দু'টি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন *(বুখারী)*।

উপরোক্ত চারটি ছহীহ হাদীছের বর্ণনায় পাওয়া যায়, ছালাত আদায়কালে ভূলবশতঃ ছালাতের হ্রাস-বৃদ্ধি হলে তা পরিপূর্ণ করে দু'টি সিজদা দিয়ে সালাম ফিরায়ে ভূল সংশোধন করা হয়। আবার চার অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে গেলে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে সেটাও একইভাবে দু'সিজদার মাধ্যমে সংশোধন পূর্বক সালাম ফিরাতে হয়।

উল্লেখিত সিজদা দু'টি ধর্মের পরিভাষায় সহো সিজদা নামে আখ্যায়িত বা পরিচিত। সহো সিজদা সালামের পূর্বে বা পরে উভয়টাই বৈধ।

সালামা ইবনে আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সিজদায়ে সহোর পর তাশাহহুদ আছে কি? তিনি বললেন, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছে তা নেই *(বুখারী)*।

পবিত্র ছালাতের মধ্যে কোন ভূল-ত্রুটি বা ব্যতীক্রমের ফলে সহো সিজদাহর মাধ্যমে তা সংশোধন করা হয়। ইহা আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত ও পালনীয় একটি উত্তম আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান। উপরের হাদীছ কয়টি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে উক্ত ভূল হতে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে বা উক্ত ভূলকে সংশোধনের উপায় হিসাবেও তিনি [নবী (ছাঃ)] একটি সুন্দর ও ছহীহ পদ্ধতির প্রবর্তন করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের হাদীছটি পেশ করা হলো।

সাহাল ইবনে সা'দ সায়িদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, শোন! ছালাতে কারো কিছু ঘটলে 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে। 'সুবহা-নাল্লাহ' বললেই তার (ঈমামের) প্রতি দৃস্টি দেওয়া হবে। আর হাতে তালি দেওয়া তো মহিলাদের জন্য *(বুখারী, মুসলিম)*।

সুতরাং যেকোন ফরজ ছালাতের জাম'আত চলাকালীন সময়ে ইমাম কোন ভূল করলে, যেকোন (একজন) মুক্তাদী সুবহা-নাল্লাহ বলবে। ফলে ইমাম সঠিক বিষয়টির সন্ধান পাবে। মহিলারা এক হাতের উপরে আরেক হাত দিয়ে মেরে শব্দ করবে।

সফরের ছালাত

সফরের ছালাত সম্বন্ধে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে আদেশ অবতীর্ণ করেন, যার অর্থ 'যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন ছালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু *(নিসা ৪/১০১)*।

এই আয়াতের মর্মার্থে বোঝা যায়, সফর অবস্থায় ভয়ের কোন কারণ থাকলে ছালাত কসর করলে কোন গোনাহ হবে না। যেহেতু আয়াতে প্রকাশ্যভাবে ভয়ের কথা বলা হয়েছে, কাজেই শুধু ভয়ের অবস্থায় কসর জায়েয হওয়ার কথা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেই কসর পড়ার নিয়ত করতেন। অর্থাৎ সফরের মধ্যে ভয়ের আশঙ্কা থাকলেও ছালাত কসর পড়তেন, আবার সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা বিরাজ করলেও কসর পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম)*।

ব্যাপারটা অনেকের কাছে রহস্যজনক ও গুরুত্বাকারে স্থান পায়। শেষ পর্যন্ত হযরত ওমর (রাঃ) উৎসুক হৃদয়ে প্রিয় নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে জানালেন তোমরা এটাকে সদকা সমতূল্য জানবে, আল্লাহপাক তোমাদের জন্য সদকা করেছেন, তাঁর সদকা তোমরা কবুল কর *(মুসলিম)*।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় সফরে ভয় থাকুক আর না থাকুক ছালাত কসর পড়তে হবে। এখানেও রয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, সন্তুষ্টি এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ। যেহেতু সফরে কসর পড়া আল্লাহ্‌র হুকুম (সদকা) কাজেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরজ ছালাতগুলি দু'রাক'আত পড়তে হবে। অর্থাৎ যোহর, আশর ও এশার ফরজ ছালাতগুলি চার রাক'আতের বিনিময়ে দু'রাক'আত পড়তে হবে। মাগরিব ও ফজর ওয়াক্তের ছালাত ঠিকই থাকবে।

সফরে রাস্তার দুরত্ব কতদুর হলে ছালাত কসর পড়তে হবে এবং কতদিন পড়তে হবে, নবী করীম (ছাঃ) থেকে এর সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বিভিন্ন সফর কর্মসূচীতে যেভাবে ছালাত কসর করতেন তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে একটি হাদীছ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ) সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং ছালাত সংক্ষেপ করলেন। তাই আমরা উনিশ দিন সফরে থাকলে সংক্ষেপ কসর করতাম এবং এর চেয়ে বেশী হলে পুরোপুরি পড়তাম *(বুখারী)*।

অপর একটি হাদীছ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি বরাবর দু'রাক'আত, দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে থাকেন। তাঁর নিকট প্রশ্ন করা হল, মক্কায় তিনি কতদিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন দশ দিন *(বুখারী)*।

উল্লিখিত হাদীছ দু'টিতে সফরের সময়কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দুরত্বের কোন উল্লেখ নেই। তবে কিছু মতপার্থক্য সহ দুরত্বের আভাষ ইঙ্গিতও হাদীছ আকারে এসেছে। এ বিষয়ে আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ) মিনায় আমাদেরকে নিয়ে (পূর্ণ) চার রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, ওসমান কি মিনায় চার রাক'আত ছালাত পড়েছিলেন? তিনি প্রথমে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন' পাঠ করলেন এবং তারপর বললেন, আমি মিনায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দু'রাক'আত পড়েছি। মিনায় আবুবকর সিদ্দীকের সাথে দু'রাক'আত পড়েছি এবং মিনায় ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথেও দু'রাক'আত পড়েছি। তাই আফসোস! ঐ চার রাক'আতের বদলে আমার ভাগ্যে যদি দু'রাক'আত কবুল হওয়া ছালাতই জুটতো *(বুখারী)*।

আলোচ্য হাদীছের দ্বারা মক্কা হতে মিনার মত দুরত্বের পরিমাণ জায়গায় সফর করলেই কসর পড়া যাবে বলে ধারণা করা যায়। এতদ্ব্যতীত সফরে সুবিধা-অসুবিধার কারণও রয়েছে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, সফরে যখন তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে তখন তিনি মাগরিবের ছালাত এতদুর বিলম্বিত

করেছেন যে, মাগরিব এবং এশার ছালাত একত্রে আদায় করেছেন। আর এশার পরে কোন নফল পড়তেন না। এরপর তিনি গভীর মধ্য রাতে (তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) উঠতেন *(বুখারী)*।

সফরে অসুবিধা ও ব্যস্ততার কারণে মাগরিব ও এশার ছালাত যেমন এক সঙ্গে পড়া যায়, অনুরূপভাবে যোহর ও আছর ছালাতও একসঙ্গে পড়া যায়। এ সম্পর্কে আবু সালেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সফরে যখন কষ্ট হত, তখন তিনি মাগরিব ও এশা একসঙ্গে পড়তেন। ইবনে আব্বাস তাঁর এক বর্ণনায় বলেন,আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সফরের অবস্থায় যোহর ও আছর এক সঙ্গে পড়তেন এবং মাগরিব ও এশার ছালাত একসঙ্গে পড়তেন *(বুখারী)*।

আরও উল্লেখ্য, নবী করীম (ছাঃ) সফরে ফরজ ছালাতের আগে বা পরে নফল ছালাত পড়তেন না। এ বিষয়ে ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থেকেছি, কিন্তু সফরে কখনও তাঁকে নফল ছালাত পড়তে দেখিনি। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলে মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ *(বুখারী)*। অবশ্য তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না। সুতরাং আল্লাহ্র আদেশ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়, সফরের কসর ছালাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই।

'কাযা ছালাত'

সঙ্গত কোন কারণে যথাসময়ে ছালাত আদায় করতে না পারলে উক্ত ছালাত কাযা হয়ে যায়। তখন উক্ত কাযা ছালাতকে পরবর্তী ওয়াক্তের ফরজ ছালাত আদায়ের পূর্বেই পড়ে নিতে হয়। বিনা কারণে, স্বেচ্ছায় বা অবহেলায় ছালাত কাযা করা নিষিদ্ধ। শুধু বিশেষ কারণ বশতঃ প্রতিকূল পরিবেশে ছালাত কাযা হয়ে যায়। পরে সুযোগ হলেই উক্ত কাযা ছালাত পড়ে নিতে হয়। এমন কি পরবর্তী ওয়াক্তের ফরজ ছালাতের পূর্বেই তা পড়ে নেওয়া উত্তম।

আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) স্বয়ং এভাবে কাযা ছালাত আদায় করেছেন। যার প্রমাণ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন এক রাতে আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে পথ

চললাম। কেউ কেউ নবী (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! শেষ রাতে আপনি যদি আমাদের সাথে আরাম করতেন (নিদ্রা যেতেন) তাহলে কতই না ভাল হত। তিনি বললেন, তোমাদের মুমিয়ে ছালাত কাযা করার আশঙ্কা আমি করি। তখন বেলাল বললেন, আমি আপনাদের সবাইকে জাগিয়ে দেব। সুতরাং সবাই শুয়ে পড়ল, কিন্তু বেলাল তার উটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে রইল। কিন্তু তার দুটি চোখ মুদে আসলে সেও নিদ্রিত হয়ে পড়ল। সকালে সূর্যের প্রান্ত রেখা দেখা দিলে নবী করীম (ছাঃ) জাগ্রত হলেন এবং বেলালকে ডেকে বললেন, বেলাল তুমি যা বলেছিলে তা কোথায়? বেলাল বলল কোন দিনও আমাকে এমন নিদ্রায় পায়নি (যা গত রাতে পেয়েছিল)। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহকে কবজ করে নিয়েছিলেন এবং যখন ইচ্ছা ফেরৎ দিয়েছেন। (অতএব এ ব্যাপারে তোমাদের কোন হাত নেই), হে বেলাল, যাও, ছালাতের জন্য আযান দাও। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং সূর্য কিছু উপরে উঠলে এবং চারদিকে আলোকিত হয়ে পড়লে, তিনি উঠে ছালাত আদায় করলেন *(বুখারী)*।

আলোচ্য বিষয়ে আরও একটি হাদীছ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় একদিন সূর্যাস্তের পর ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি (ওমর) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এখন পর্যন্ত আছরের ছালাত আদায় করতে পারিনি। কেননা আমি আছরের ছালাত আদায়ের মত অবস্থায় ছিলাম না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ, 'আমিও আছরের ছালাত আদায় করিনি। (ওমর বলেন) সুতরাং আমরা উঠে বুতহানের দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে তিনি [নবী করীম (ছাঃ)] ছালাতের জন্য ওযূ করলেন। আমরাও ওযূ করলাম এবং সূর্যাস্তের পর তিনি [নবী করীম (ছাঃ)] আছরের ছালাত আদায় করলেন এবং এর পরে মাগরিবের ছালাত আদায় করলেন *(বুখারী)*।

এভাবে যেকোন ওয়াক্তের ছালাত (বা একাধিক ওয়াক্তের ছালাত) কাযা হয়ে গেলে, তা পরবর্তী ওয়াক্তের ফরজ ছালাতের পূর্বেই পরে নিতে হবে। তবে যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, কাযা আদায়ের পূর্বেই মসজিদে ফরজ ছালাতের জামাআত শুরু হয়ে যায়, তবে জামাআতে যোগ দিতে হবে এবং পরে কাযা ছালাত পড়ে নিতে হবে। তাছাড়া কোন সময় অজ্ঞাত কারণে বা বিভ্রান্তজনিত

সমস্যার বা ঘুমের কারণে ছালাত আদায় করতে ভূল হয়ে যায়। কিন্তু মনে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা আদায় করে নিতে হয়।

এ বিষয়ে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী করীম (ছাঃ)] বলেছেন, কেউ কোন ছালাতের কথা ভূলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবেতখন আদায় করে নিবে। উক্ত ছালাতের এছাড়া আর কোন কাফফারা নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন, আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে ছালাত কায়েম কর *(বুখারী)*।

ছালাতুয যুহা বা চাশতের ছালাত

'যুহা' শব্দের অর্থ সূর্যের উজ্জল্য যা সূর্য উদয়ের পর আলো বিকিরণ করার পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত বুঝায়। ছালাতুয যুা বা চাশতের ছালাত এই সময়ের মধ্যে পড়তে হয় বা পড়ার আদেশ রয়েছে বলেই ইহাকে 'ছালাতুয যুহা' বলা হয়।

ছালাতুয যুহা একটি নফল ছালাত। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) পরম করুণাময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় ও নিজ অন্তর আত্মার শান্তির জন্য এই ছালাত আদায় করতেন। তিনি মাঝে মাঝে এই ছালাত পড়তেন এবং মাঝে মাঝে বাদ দিতেন। সওয়াবের আশায় এই ছালাত পড়তেন, কিন্তু ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মাঝে মাঝে বাদ দিতেন।

চাশতের ছালাতের গুরুত্ব ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তিনশ ষাটটি গ্রন্থি বা জোড় আছে, এগুলোর জন্য প্রতিদিন তিনশ ষাটটি নেককাজ করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে, 'সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' পবিত্র ধ্বনিগুলি এক একটি সদকা। ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া সদকা, মন্দ কাজের নিষেধ করা সাদকা। এভাবে একএকটি সদকা এক একটি নেক কাজে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চাশতের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সদকা *(মুসলিম)*।

বোরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এ জন্য যথেষ্ট *(আবুদাঊদ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১)*।

ছালাতুয যুহা বা চাশত ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত পাওয়া যায়। প্রতি দু'রাক'আত পরপর সালাম ফিরাতে হয়। সূর্য উঠার পর হতে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চাশতের ছালাত পড়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আট রাক'আত চাশতের ছালাত আদায়ের একটি হাদীছ উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম আমি তাঁকে গোসল করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন কে? আমি সাড়া দিলাম উম্মে হানী! তিনি গোসল শেষ করে দাঁড়িয়ে একটি কাপড়ে দু'কোন দু'বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য কাঁধের উপর রেখে আট রাক'আত ছালাত পড়লেন। তাঁর ছালাত শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ভাই (আলী) বলছে, সে একটি মানুষ হত্যা করতে চায়, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি, সে লোকটি হল হোরায়রার অমুক ছেলেটি। তিনি বললেন, হে উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ (মনে কর) আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী বলেন, এ ছালাতটি ছিল চাশতের ছালাত *(বুখারী)*।

নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণি, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কখনোই নিয়মিতভাবে যুহার ছালাত পড়েননি। কিন্তু আমি তা আদায় করি এবং তিনি তা আমল করতে পছন্দ করলেও তাঁর পরিত্যাগের কারণ এই ছিল যে, তিনি নিয়মিতভাবে আদায় করলে লোকদের উপর তা ফরজ হয়ে যেতে পারে *(মুসলিম)*।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাত

ঈদের ছালাত প্রথম হিজরী সনে চালু হয়। ঈদায়ন হলো মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বার্ষিক দু'টি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদায়নের উৎসব হবে পবিত্রতা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে অন্যান্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের প্রথা ছিল।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করার পর মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার লোকেরা বছরে দু'টি দিন খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব করে থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এই দু'টি দিন কিসের? তারা বলে জাহিলিয়াতের

যুগে আমরা এ দু'টি দিন খেলাধুলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই দু'টি দিনের বিনিময়ে অন্য দু'টি উত্তম দিন দান করেছেন এবং তা হলো ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সূর্য উদয়ের পর উহা সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এই ছালাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদায়েনের জামায়াতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঈদায়নের ছালাতে আযান বা ইক্বামাত নেই। ইমাম সকলকে নিয়ে প্রথমে ছালাত আদায় করবেন ও পরে খুৎবা দিবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমন করে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হলো ছালাত। আর ছালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নছীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন *(বুখারী)*।

এ ছালাত আদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এ ছালাতে অতিরিক্ত ১২টি তাকবীর যোগ করা হয়। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা 'আল্লাহু আকবার' বলে ছালাত আরম্ভ করে প্রথমে ছানা দো'আ পাঠ করে অত্যন্ত সল্পগতিতে পরপর সাত তাকবীর (অতিরিক্ত) দিয়ে সরবে সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। অতঃপর প্রথম রাক'আতের রূকূ, সিজদা শেষ করে, দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্ব রাক'আতের ন্যায় সল্পগতিতে পাঁচ তাকবীর (অতিরিক্ত) দিয়ে কিরআত পড়ে রূকূ, সিজদা ইত্যাদি দ্বারা ছালাত সমাপ্ত করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দু'ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানর তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন। এই সনদ অধিক ছহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত, কেননা এ হাদীছ সামীতু বা আমি নিজে শুনেছি' এরকম শব্দ দ্বারা এসেছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'আযমিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ঈদের ছালাতের প্রথম রাক'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতে পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

ঈদুল আযহার জন্য মাঠে গমন খুব ভোরে *(বুখারী)*। আর ঈদুল ফিৎর কিছু দেরীতে।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক রেওয়ায়াতে আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন *(বুখারী)*। এই হাদীছের আলোকে বোঝা যায় ঈদের অর্থাৎ ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার পূর্বে কিছু মিষ্টান্না জাতীয় খাবার আহার করা সুন্নাত।

অপর দিকে ঈদুল আযহার দিন, ঈদুল আযহার ছালাত শেষ করে বাড়ী ফিরে কুরবানীকারীর জন্য কুরবানীর গোশত খাওয়া উত্তম হবে। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ঈদুল ফিৎরে না খেয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহাতে ছালাত শেষ না করে খেতেন না *(তিরমিযী, মিশকাত)*। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হতে খেতেন। বাইহাক্বীর রেওয়ায়াতে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) প্রথমে কলিজা হতে খেতেন। দীর্ঘ বিরতির পর সকালে প্রথম খাওয়াকে 'ইফতার' বলা হয়। আমিরুল ইয়ামানী বলেন, আল্লাহ যে কুরবানী করার তাওফীক দান করেছেন, সেই নিয়ামতের শুকরিয়া জানানর জন্য সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত থেকেই খেতে হয়। আরবীতে ইফতার অর্থ নাস্তা। কিন্তু ইফতার শব্দটি পাক ভারত বাংলায় রোজার সাথে জড়িত, বিধায় অনেকে ভাবেন কুরবানীর দিন অর্ধ দিন রোজা। এই রোজাকে ভাঙ্গতে ইফতার করতে হবে কলিজা দিয়ে। এই দিন রোজা করাটা শরীয়ত বিরোধী, কারণ ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম। সুতরাং কুরবানীর গোশত খাওয়া পর্যন্ত যে উপবাস থাকা হয়, তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দিন যারা কুরবানী করতে পারবে না তাদের জন্য সাধারণ খাওয়ায় কোন বাধা নেই।

জানাযার ছালাত

জানাযার ছালাত 'ফরযে কেফায়াহ' *(বুখারী, মুসলিম)*। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ জানাযা পড়লে, উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে, না পড়লে সবাই দায়ী হবে। অন্যান্য ছালাতের ন্যায় এ ছালাতের পবিত্রতা, ওযূ, ক্বিবলা, সতর ঢাকা ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। ছালাতের নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত সব সময় এ ছালাত আদায় করা যাবে।

জানাযার ছালাতে পালনীয় ওয়াজিব ছয়টি ও সুন্নাত পাঁচটি। ওয়াজিবগুলো হচ্ছে- (১) দাঁড়িয়ে (রুকু সিজদা ব্যতীত) ছালাত আদায় করা (২) তাকবীরে তাহরীমা সহ চার তাকবীরে ছালাত সমাপ্ত করা (৩) সূরা ফাতিহা পাঠ করা (৪) দরূদ শরীফ পাঠ করা (৫) মাইয়েতের জন্যে আন্তরিক দো'আ করা (৬) ডানে ও বামে সালাম ফিরান।

অতঃপর সুন্নাতগুলো হচ্ছে- (১) জামআত সহকারে ছালাত আদায় করা (২) তিনটি কাতার হওয়া (কমপক্ষে) (৩) ইমামকে পুরুষ মাইয়েতের মাথা বরাবর এবং মহিলা মাইয়েতের কোমর বরাবর দাঁড়ান (৪) হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই পাঠ করা (৫) ছালাত শেষে জানাযা উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা। বাকী সবই মুস্তাহাব।

জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কারণ এই ছালাতে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রচুর সওয়াবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে ছালাত পড়বে সে 'এক কীরাত' পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত থাকবে সে দু'কীরাত পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, কীরাত কি? বললেন, দু'টি বৃহৎ পর্বত সমতূল্য *(বুখারী)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক মাইয়েতকে গোসল দিয়ে কাফন দ্বারা আবৃত করে, উত্তরে মাথা করে বাহনের উপর রেখে কিবলার দিকে মুসল্লীদের সামনে জানাযার ছালাতের স্থানে রাখতে হবে। সমবেত মুসল্লীগণ কাতারবন্দী হবেন, অতঃপর মাইয়েত যদি পুরুষ হয়, তবে ইমাম মাইয়েতের মাথা বরাবর দাঁড়াবেন। আর মাইয়েত মহিলা হলে কোমর বরাবর দাঁড়াতে হবে। মাইয়েত

একত্রে পুরুষ ও নারী হলে, পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি থাকবে। আর সামনে মহিলার লাশ থাকবে। যদি শিশু ও মহিলার লাশ একত্রে হয়, তাহলে শিশুর লাশ ঈমামের কাছাকাছি ও পরে (সামনে) মহিলার লাশ থাকবে। ঈমামের পিছনে তিনটি কাতার হওয়া সুন্নাত।

কোন মাইয়েত জীবিতাবস্থায় তার জানাযা পড়ার জন্য কোন আলেমকে ওসিয়ত করে গেলে তিনিই উক্ত জানাযার ছালাত পড়াবেন। অন্যথায় ঐ জামা‘আতের আমীর বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা মাইয়েতের যোগ্য কোন নিকটাত্মীয় বা মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মুক্তাকী যোগ্য আলিম জানাযার ইমামতী করবেন।

জানাযায় উপস্থিত (ইমাম ও মুক্তাদী) সকলেই জানাযার নিয়ত করে দাঁড়াবে এবং ঈমামের পিছনে তাকবীরে তাহরীমা বলে কাঁধ পর্যন্ত দু’হাত উঠিয়ে বুকে হাত বাঁধতে হবে। ইমাম সরবে তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবার বলে ছালাত আরম্ভ করে, নীরবে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠিয়ে বুকে হাত বেঁধে দরূদ শরীফ পড়তে হবে। অতঃপর পূর্বের ন্যায় তৃতীয় তাকবীর বলে বুকে হাত বেঁধে নিম্নের দো‘আটি পড়তে হবে। জানাযার ছালাত সরবে ও নীরবে দু’ভাবেই পড়া যায় *(বুখারী)*।

উল্লেখ্য ইমাম সরবে বা নীরবে যে ভাবেই পড়ুন, মুক্তাদীগণ নীরবে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পড়বে এবং তাকবীর, দরূদ শরীফ ও অন্যান্য দো‘আসমূহও পড়বে। তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নের দো‘আ অত্যন্ত আকূলভাবে কান্না বিজড়িত হৃদয়ে পাঠ করে, চতুর্থ তাকবীর দিয়ে পূর্বের ন্যায় বুকে হাত বেঁধে ধীর-স্থিরভাবে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরিয়ে (জানাযার) ছালাত শেষ করতে হবে। জানাযার ছালাতে তৃতীয় তাকবীরের পর পঠিতব্য দো‘আ-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّافَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، أَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা ওয়া শাহিদেনা ওয়া গায়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা

মান আহয়াইতাহু মিন্না ফা-আহয়েহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহরিম না আযরাহু ওয়ালা তাফতিনা বাআদাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করে দিন। আমাদের মধ্যে যাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং যার মৃত্যু চান, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের ভাল প্রতিদান হতে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং উহার পর আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

নিম্নলিখিত দো‘আটিও উপরোক্ত দো‘আর সাথে যোগ করে পড়া যায়।

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ–

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ারামহু ওয়া-আ-ফিহি ওয়া‘ফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াসসি মাদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মা-এ ওয়াসছালজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বা-ইয়া কামা নাক্বক্বাহতাছ ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দা-বান খায়রাম মিন দারিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহনিদহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন খাওজিহী, ওয়া আদখিহু জান্নাতা ওয়া আইযহু মিন আযাবিল ক্বাবরে ওয়া মিন আযাবিন ন্নার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন, তাকে অনুগ্রহ করুন, তাকে নিরাপদ রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। আর প্রবেশ দ্বার প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হতে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা হলে ছাফ করে থাকেন। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার

পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার সাথীর চাইতে উত্তম সাথী দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং কবরের ও জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি দান করুন।

উপরের দো'আটি পড়ে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে, সালাফ ফিরিয়ে ছালাত শেষ করা যাবে, তবে মাইয়েতের মঙ্গলের জন্য আরও দো'আ আছে।

মাইয়েতকে দাফন করার পরও ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য দো'আ করা যাবে। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মুরদাকে দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন তখন বলতেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তোমরা তাঁর জন্য কবরে স্থায়িত্ব চাও। (অর্থাৎ সে যেন ফিরিশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে)। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে *(আবুদাউদ)*।

দাফনের পর দো'আ- اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَثَبِّتْهُ 'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিতহু। অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন ও তাকে দৃঢ় রাখুন *(মুসলিম, আবুদাউদ)*। এতদ্ব্যতীত জানাযার দো'আগুলি ব্যক্তিগতভাবে পড়া যায়।

বিবিধ জ্ঞাতব্য

ইবাদাত হলো মানবতার দায়িত্বের শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। এজন্যেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করেছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সার্বক্ষণিক হিসাব রাখছেন। পাঁচটি ফরজ ইবাদাত ছাড়াও মানুষকে অনেক ইবাদাত পালন করতে হয়। তন্মধ্যে ছালাতই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। কারণ ছালাতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা (সূরা, দো'আ ইত্যাদি) বলতে হয়। কাজেই এটাকে (ছালাতকে) অবশ্যই গুরুত্বাকারে গ্রহণ করতে হবে। ছালাত আদায়কালে আল্লাহ বান্দার ছালাতে দাঁড়ান হতে শুরু করে দৈহিক ও আন্তরিক প্রতিটি কাজ নিরিক্ষণ করেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের বা বিনয়ের সাথে দাঁড়াও *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। এতদ্ব্যতীত ছালাতের স্বচ্ছতার অনুকূলে আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহু আয়াত রয়েছে।

উল্লেখ্য, আল্লাহ শুধু ছালাতের সময়ই বান্দার নিকট উপস্থিত থাকেন তা নয়, তিনি সর্বদাই বান্দার সঙ্গে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

মানুষের অন্তরের ভ্রম সংশোধনের জন্য সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আরও বলেন, 'বস্তুতঃ যেকোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যেকোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যেকোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কথাও যমীনের না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই *(ইউনুস ১০/৬১)*।

সুতরাং শুধু ছালাতের সময়ই নয়, বরং যেকোন (প্রতিকূল বা অনুকূল) অবস্থায় আল্লাহ বান্দার সঙ্গে আছেন। উপরের আয়াত তিনটির দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে বোঝান হয়েছে। অবশ্য বান্দার ছালাতের সময়টুকুতে সার্বিক অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয়। কারণ এ বিষয়ের প্রতি বাধ্যতামূলক আদেশ রয়েছে। কাজেই ছালাতের মাঝে বান্দাকে নিবিড়ভাবে আল্লাহকে স্মরণে রাখতে হবে এবং তাঁর সামনে ছালাত আদায়ের কথা মনে রেখে কাজ করে যেতে হবে। অন্যথায় ছালাতের মাঝে আল্লাহকে ভূলে জাগতিক চিন্তায় লিপ্ত হলে তা (ছালাত) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

উল্লেখ্য ছালাতের মধ্যে সালাম ফিরানর পূর্বে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে যেকোন দো'আ পাঠ করা যায়েয। মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজনে বেছে বেছে করবে। তবে ছালাতের মধ্যে আপন ভাষায় দো'আ করা যাবে না, এমনকি আরবীতেও নিজের বা কারো বানানো দো'আও পাঠ করা যাবে না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত দো'আগুলোর অনুবাদ করে পড়াও চলবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষের ভাষাকে ছালাতের মধ্যে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথাবার্তা বলার ক্ষেত্র নয়, এটাতো কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও তেলাওয়াতের জন্যেই সুনির্দিষ্ট' *(মুসলিম, আবুদাউদ)*।

অতএব ছালাতের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোন আলোচনায় স্বেচ্ছাচারিতার স্থান নেই। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের দ্বারা সীমাবদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত এক ও অভিন্ন ছালাতই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছালাত, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপযোগী ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

ছালাতের মূল্যায়ণ

আবু হুরায়রা তামীম দারী (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্বপ্রথম তাঁর (ফরজ) ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে যথাযথভাবে তা আদায় করে, তখন তা তার জন্য অতিরিক্ত হিসাবে লিখা হবে, আর যদি তা পুরাপুরি আদায় হয়ে না থাকে, তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো তো তোমরা আমার বান্দার নফল কিছু পাও কি? তার ফরজে যা ঘাটতি হয়েছে, তোমরা তা নফল (ছালাত) দিয়ে পুরণ করে নাও। তারপর অপরাপর আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে নেওয়া হবে *(আবুদাউদ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হয়, যে অবস্থায় সিজদারত থাকে। অতএব তখন তোমরা অধিক দো'আ করতে থাকো' *(মুসলিম, মিশকাত)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার যেকোন উম্মতকে ক্বিয়ামতের দিন আমি চিনে নিতে পারবো। ছাহাবাগণ বললেন, এতসব সৃষ্টিকূলের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বলেন, তুমি যদি কোন আস্তাবলে প্রবেশ করো যেখানে নিছক কালো ঘোড়ার মধ্যে এমন সব ঘোড়াও থাকে যেগুলোর হাত, পা ও মুখ ধবধবে সাদা, তবে কি তুমি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না? ছাহাবী বললেন, হ্যাঁ পারবো। তিনি বললেন, ঐদিন সিজদার কারণে আমার উম্মতের চেহারা সাদা ধবধবে হবে, আর ওযূর কারণে হাত, পা উজ্জ্বল সাদা হবে *(তিরমিযী, আহমাদ)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন জাহান্নামীদের কাউকে দয়া করতে চাইবেন তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঐ লোকদের বের করার জন্য যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতো। অনন্তর তারা তাদেরকে বের করবেন। তাঁরা তাদেরকে সিজদাহর চিহ্ন সমূহ দেখে চিনে নিবেন। আল্লাহ আগুনের উপর

সিজদাহর চিহ্ন ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। এভাবে তাঁরা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন *(বুখারী, মুসলিম)*।

বস্তুতঃ আদম সন্তানের (অবহেলিত বা ভূল ছালাত আদায়ের করণে) সর্বাঙ্গ আগুনে ভক্ষণ করবে শুধু সিজদার স্থান ব্যতীত। ছালাত আদায়কারীকে সতর্ক করার প্রয়াসে একটি হাদীছের উদাহরণ দেওয়া হলো। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (এক সময়) মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য এক ব্যক্তিও মসজিদে প্রবেশ করল এবং ছালাত আদায় করে নবী করীম (ছাঃ)-কে এসে সালাম জানাল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি (অর্থাৎ তোমার ছালাত আদায় করা হয়নি)। লোকটি গিয়ে পূর্বের মতই ছালাত আদায় করল এবং ফিরে এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি পুনরায় বললেন, গিয়ে আবার ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি। এরূপ তিনবার বললেন। এরপর লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান সহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে ভাল করে (ছালাত) আদায় করতে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যখন তুমি ছালাত পড়তে দাঁড়াবে তাকবীর (তাহরীমা) বলে শুরু করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য সহজ হয়, সেখান থেকে পড়বে। তারপর রূকু করবে এবং তৃপ্তি সহকারে রূকূ করবে। অতঃপর উঠে ঠিকভাবে দাঁড়াবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তৃপ্তি সহকারে সিজদা করবে তৎপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে তৃপ্তি সহকারে বসবে। আর এভাবেই সকল ছালাত আদায় করবেন *(বুখারী)*।

ছালাতে আকৃষ্ট করার উপযোগী বহু হাদীছ রয়েছে। উদাহরণতঃ মাদান ইবনে আবু তালহা ইয়া মুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার উপর আমল করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন কিংবা তিনি বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র একটি প্রিয়তম আমলের সংবাদ দিন। তিনি নিরব রইলেন। আমি আবার বললাম, তিনি এবারও কিছু বললেন না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা করো। কেননা

তুমি যখনই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন *(মুসলিম)*।

এ বিষয়ে আরও একটি হাদীছ, রাবী'আ ইবনে কাব আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করলাম। আমি তাঁর ওযূ ও ইসতিনজার পানি উপস্থিত করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কি চাও। আমি বললাম, এ এই চাই। তিনি বললেন তাহ'লে অধিক সিজদা দ্বারা আমাকে সাহায্য করো *(মুসলিম, মিশকাত)*। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হবে। অধিক সিজদা অর্থ কোন ছালাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সিজদাহর বেশী নয় বরং বেশী বেশী নফল ছালাত। আবার বেশী বেশী নফল ছালাতও ইচ্ছামত নয় (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্ধারিত ছালাতের সীমাভূক্ত)।

সিজদাহর বৈশিষ্ট্য হলো, সিজদায় যাবতীয় দো'আ ইচ্ছামত পড়া যাবে (কুরআনের দো'আ ব্যতীত)। সুতরাং ছালাতের মূল্যায়নে সঠিক ছালাত ও সিজদার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বা নির্ভূল ছালাত আদায় করার তাওফীক্ব দান করুন।

***

লেখকের প্রকাশিত বই সমূহ

১। সৃষ্টির সন্ধানে।
২। আমলনামা।
৩। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ।
৪। ইসলামধর্ম ও মাতৃভাষা।
৫। আল্লাহ ক্ষমাশীল।
৬। শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ছালাত বা দো'আ।